বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

প্রকাশকাল
জুলাই, ২০২৫

উপজেলা পরিষদ বীরগঞ্জ, দিনাজপুর

পৃষ্ঠপোষকতায়

জনাব তানভীর আহমেদ, প্রশাসক, উপজেলা পরিষদ, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর।

সম্পাদনায়

জনাব তানভীর আহমেদ
উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর।

কারিগরি সহোযোগিতায়

মো: খালিদ মোস্তাফিজ, উপজেলা ডেভেলপমেন্ট ফ্যাসিলিটেটর, ইউজিডিপি, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বীরগঞ্জ।
মো: ফারকাত আস সাকিব চৌধুরী, সিএ, উপজেলা পরিষদ, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর।

গ্রন্থস্বত্ব

উপজেলা পরিষদ, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর।

প্রকাশকাল

আগষ্ট, ২০২৫

সূচীপত্র

ক্র: নং		বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
	মুখবন্ধ...		৫
	বাণী..		৬-৭
১.	প্রথম অধ্যায় (উপজেলার পরিচিতি)		
	১.১	উপজেলার পটভুমি	০৮
	১.২	উপজেলার নামের ইতিহাস..	০৮
	১.৩	উপজেলার মানচিত্র..	০৯
	১.৪	উপজেলার ভৌগলিক পরিচিতি..	১০
	১.৫	উপজেলার ভাষা ও সংস্কৃতি..	১০-১১
	১.৬	উপজেলার খেলাধুলা ও বিনোদন..	১২
	১.৭	উপজেলার নদ-নদী..	১২
	১.৮	উপজেলার যোগাযোগ...	১২
	১.৯	উপজেলার ব্যবসা-বানিজ্য..	১২
	১.১০	উপজেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য..	১৩
	১.১১	দর্শনীয় স্থান	১৩
	১.১২	উপজেলার কৃতিব্যক্তিত্ব	১৪
২.	দ্বিতীয় অধ্যায় (আর্থ-সামাজিক তথ্য)		
	২.১	উপজেলা পরিষদের আর্থ-সামাজিক তথ্য...	১৫-১৬
	২.২	উপজেলা পরিষদ কার্যালয় ও নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ের জনবল	১৬-১৭
৩.	তৃতীয় অধ্যায় (পরিকল্পনা)		
	৩.১	পরিকল্পনা কি..	১৮
	৩.২	উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকারভেদ	১৮
	৩.২.১	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রক্রিয়া ও কৌশল.......................................	১৮
	৩.২.২	খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা	১৮-১৯
	৩.২.৩	উপজেলা পর্যায়ের পরিকল্পনাসমূহ	১৯
	৩.২.৪	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের কর্ম-প্রবাহ ও সময়সূচি	১৯
	৩.২.৫	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ	২০
৪.	চতুর্থ অধ্যায়(উপজেলার সম্পদ বিবরনী)		
	৪.১	উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে লভ্য সম্পদ	২১
	৪.২	উপজেলার সম্পদ বিবরণীর সার-সংক্ষেপঃ	২১
৫.	পঞ্চম অধ্যায় (অবস্থা বিশ্লেষন)		
	৫.১	বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারণ	২২
	৫.২	উপজেলার এসডব্লিউওটি (ঝডঙঞ) বিশ্লেষণ	২২
	৫.৩	উপজেলার খাত ভিত্তিক পরিস্থিতি বিশ্লেষন..	২৩-২৬

ক্র: নং	বিবরণ		পৃষ্ঠা নং
	৫.৪	রূপকল্প	২৭
	৫.৫	সেক্টর ভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারণ	২৭
৬.	ষষ্ঠ অধ্যায় (উন্নয়ন কার্যক্রম)		
	৬.১	উপজেলা পরিষদ ও দপ্তর ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম	২৮
	৬.২	বিভিন্ন দপ্তরের উন্নয়ন কার্যক্রম (সামাজিক নিরাপত্তা)	২৯-৩০
	৬.৩	উপজেলা পরিষদ ও দপ্তর ভিত্তিক উন্নয়ন প্রস্তাব ও পরিকল্পনা (প্রকল্প সার সংক্ষেপ)	৩১-৪৩
৭.	সপ্তম অধ্যায় (বাজেট)		
	৭.১	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের প্রস্তাবিত বাজেট	৪৪
৮.	অষ্টম অধ্যায়(মনিটরিং ও মূল্যায়ন)		
	৮.১	মনিটরিং ও মূল্যায়ন কৌশলের উদ্দেশ্য..	৪৫
	৮.২	মনিটরিং ও মূল্যায়ন কৌশলের মানদন্ড..	৪৬
	৮.৩	মনিটরিং ফরম্যাট...	৪৬-৪৮
	৮.৪	মনিটরিং ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনের কাঠামো...	৪৯

মুখবন্ধ

যে কোন দেশ, এলাকা বা সংস্থার উন্নয়ন নির্ভর করে তার সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও যথাযথ বাস্তবায়নের উপর। বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার দ্বিতীয় স্তরের কাঠামো হচ্ছে উপজেলা পরিষদ। স্থানীয় পর্যায়ে প্রশাসন বিকেন্দ্রিকরণ, স্থানীয়ভাবে সম্পদ আহরণ ও জনগনের দোরগোরায় সেবা পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে এ কাঠামো গঠন করা হয়। ১৯৯৮ সনের উপজেলা পরিষদ আইন এবং উপজেলা উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকায় উপজেলাকে প্রতি পাঁচ বছর পর পর পঞ্চ-বার্ষিক এবং প্রতি বছর বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা করার কথা বলা আছে। কিন্তু এ যাবত কোন উপজেলাই এ পরিকল্পনা সমুহ তৈরী করেনি। যদিও কিছু কিছু উপজেলা পঞ্চ-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বা কেবল উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী করে যা মান সম্মত বা কার্যকর হয়নি। ফলে উপজেলা সমুহ এ উন্নয়ন পরিকল্পনার অভাবে সার্বিক উন্নয়ন ও কাংখিত সেবা নিশ্চিত করতে পারছে না। আর এ কারনেই বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করার কাজ হাতে নেয় এবং যথাসময়ে তা সম্পন্ন করে। উপজেলা পরিষদ বীরগঞ্জ উপজেলার আওতাভুক্ত ইউনিয়ন সমুহ, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে একটি বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী করে। এ পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিষদ আগামী অর্থ-বছরে বীরগঞ্জ উপজেলায় কি কি উন্নয়ন কাজ করবে তার একটি রুপরেখা দেয়ার চেষ্টা করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় বীরগঞ্জ উপজেলা আগামী বছরগুলোতে পঞ্চ-বার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

তানভীর আহমেদ
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
বীরগঞ্জ, দিনাজপুর।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বাণী

বীরগঞ্জ উপজেলা দিনাজপুর জেলার একটি অন্যতম প্রধান উপজেলা। ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড এবং জীবনযাত্রার মানেও এই উপজেলা আলোচিত এবং আলোকিত। ”বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা” করার মাধ্যমে এই উপজেলার উন্নয়ণ কর্মকান্ডে একটি সমন্বয়ের সুযোগ তৈরী হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় একটি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। সরকারী সেবায় আস্থা ফিরিয়ে আনতে সেবা প্রদান প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থার গুণগত পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। একথা অনস্বীকার্য যে, অংশগ্রহনমূলক, শক্তিশালী, জবাবদিহিতামূলক, নিরপেক্ষ প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি ব্যতিরেকে উপজেলা পরিষদকে কার্যকরী করা সম্ভবপর নয়। সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদের দীর্ঘমেয়াদের ভিশনই পারে ভবিষ্যতের কাংখিত মাত্রার স্থানীয় সরকার তৈরী করতে।

উপজেলার বিভিন্ন দফতরের সম্পাদিত কাজ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এখানে স্থান পেয়েছে। এর পাশাপাশি জাতীয় দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে স্ব-স্ব দফতরের কাজের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। লাকসাম উপজেলার স্থানীয় পর্যায়ে সরকারী-বেসরকারী সেবা প্রদানকারী সকল প্রতিষ্ঠান একটি একীভূত সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে সেবা প্রদান অব্যাহত রাখবে বলে আমি মনে করি।

এই পরিকল্পনা পুস্তিকায় তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী দপ্তর ও তার কর্মকর্তাবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই। আরো ধন্যবাদ জানাই ইউজিডিপি প্রকল্পের ইউডিএফ যিনি এই পুস্তিকা প্রণয়নে নিরলসভাবে কাজ করেছেন এবং একে স্বার্থকভাবে প্রকাশ করেছেন।

তানভীর আহমেদ

প্রথম অধ্যায়
উপজেলার পরিচিতি

১.১ উপজেলার পটভূমি ও নামের ইতিহাস

2 বীরগঞ্জ উপজেলার আয়তন ২০১.৯২ বর্গ কিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা ৩,৫৮,৮২০ জন। এখানে থানা সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭৬ সালে। চান্দিনা উপজেলার নামকরণ নিয়ে কিংবদন্তি চালু আছে। ১৬৭৫ সালে মির্জা হোসেন আলী খাঁ মোঘল সুবাদার নিযুক্ত হওয়ার পর বর্তমান চান্দিনায় সদর দপ্তর স্থাপন করেন বলে জানা যায়। তখন এ স্থানের নাম ছিল ‘বরকামতা’। এ স্থানটি জঙ্গলাকীর্ণ ছিল বলে বাঘের ভয়ে সবাই আতঙ্কগ্রস্থ থাকতো। সুবাদার হোসেন আলী খাঁ তাঁর মহলের সম্মুখে বাঘকে ভয় দেখানের জন্য একটি উঁচু স্থানে উজ্জ্বল গ্যাসের বাতি জ্বালাতেন। তখন হতে লোকজন এ স্থানটিকে ‘চাঁদনী’ বা ‘চাঁদের আলোর মতো স্থান’ বলে আখ্যায়িত করতো। পরবর্তীতে ইংরেজ শাসনামলে নীলকুঠির সাহেবরা ইংরেজিতে এ স্থানকে চান্দিনা বলে লিপিবদ্ধ করে। সে থেকেই চান্দিনা নামককরণ হয়েছে।

3

4 উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মধ্যম পর্যায়ের স্তর। উপজেলা পরিষদের উপরে জেলা পরিষদ নিচে ইউনিয়ন পরিষদ এবং সমান্তরালে কোথাও কোথাও পৌরসভা রয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে পূর্বতন থানা বা নবগঠিত উপজেলার যাত্রা ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারেনি। তাছাড়া আইনী কাঠামো, সাংগঠনিক কাঠামো, আন্তঃ প্রতিষ্ঠান মিথস্ক্রিয়া, সেবাদান পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া অন্য সকল প্রতিষ্ঠান থেকে কিছু স্বতন্ত্র। তাই উপজেলা পরিষদের এ নবযাত্রায় এর আইনগত কাঠামো, অবস্থান, আইন বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া এবং তার সাথে যুক্ত এই প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক কাঠামো, সর্বোপরি আইন ও প্রশাসনের মিথস্ক্রিয়ার সার্বিক অবস্থার উপর একটি সামগ্রিক ধারণা থাকা দরকার।

5

6 সংবিধান দেশের সর্বোচ্চ আইন বা আইনের উৎস ও নির্দেশক। সংবিধানের নির্দেশনা (১১, ৫৯ ও ৬০) অনুসারে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাচীন প্রশাসনিক কাঠামো হিসাবে উপজেলায় নির্বাচিত স্থাণীয় সরকার প্রতিষ্ঠার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তবে কীভাবে বা কোন আদলে তা গঠিত ও কার্যকর হবে সে ব্যাপরে জাতীয় সংসদের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত। দীর্ঘদিনের শূন্যতা কাটিয়ে ২০০৯ সনে অনুষ্ঠিত নির্বাচন ও ১৯৯৮ সনে পাশকৃত স্থানীয় সরকার (উপজেলা) পরিষদ আইন ২০০৯ সনে নতুনভাবে জাতীয়সংসদ কর্তৃক পুনঃগৃহিত এবং ২০১১ সনে সংশোধিত। তাই উপজেলা পরিষদকে কার্যকর করার আইনগত ব্যবস্থা কার্যকর করার আইনগত ব্যবস্থা কার্যকর করা এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাস্তবিক পক্ষে ২০০৯ সনে উপজেলা পরিষদের নবতর যাত্রা শুরু হয়।

7

8 ১৯৮২ সালে ২৩ শে ডিসেম্বর স্থানীয় সরকার (থানা পরিষদ এবং থানা প্রশাসন পুর্নগঠন) অধ্যাদেশ, জারি করা হয়। অধ্যাদেশের আওতায় প্রথমে উন্নীত থানা পরিষদ গঠন করা হয় এবং থানা পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসনিক পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। অতঃপর সংশোধনীর মাধ্যমে স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা প্রশাসন পুর্নগঠন) অধ্যাদেশ ১৯৮৩ জারি করে। উন্নীত থানা পরিষদকে উপজেলা পরিষদ রুপ দেয়া হয় এবং থানা প্রশাসনকে উপজেলা প্রশাসন নামে অভিহিত করা হয়। অধ্যাদেশ অনুযায়ী একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান, প্রতিনিধি সদস্য, অফিসিয়াল সদস্য এবং মনোনীত সদস্য নিয়ে উপজেলা পরিষদ গঠন করা হয়। উপজেলা পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার অফিসিয়াল সদস্য ছাড়া অন্যান্য সদস্যগণের ভোটাধিকার ছিল। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উপজেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও সচিবের দায়িত্ব পালনসহ সকল বিভাগের কাজের সম্বনয় সাধন করতেন।

9

10 ১৯৮২ সালে সরকারি রেজুলেশন অনুযায়ী উপজেলা পর্যায়ে সরকারি কার্যাবলীকে সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত এ দু-ভাগে বিভক্ত করা হয়। এ রেজুলেশন অনুযায়ী উপজেলা পরিষদের কাছে হস্তান্তরিত বিষয়সমুহের দায়িত্ব দেওয়া হয়। সরকার সংরক্ষিত বিষয়াদি এবং জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ন উন্নয়নমূলক কাজের দায়িত্ব পালন করতেন। হস্তান্তরিত বিষয়সমূহ ছিল কৃষি সম্প্রসারণ ও কৃষি উপকরণ সরবরাহ ও সেচের ব্যবস্থা, প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, পল্লী পূর্ত কর্মসুচী বাস্তবায়ন, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি বাস্তবায়ন, পশুপালন ও মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ। সংরক্ষিত কাজের তালিকা অনুযায়ী সরকার আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচার, রাজস্ব প্রশাসন এবং নিয়ন্ত্রণ, প্রয়োজণীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ, বৃহৎ শিল্প, খনন ও খনিজ উন্নয়ন ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করতেন।

11

12 পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষমতা উপজেলা পরিষদকে দেয়া হয়। দায়িত্ব পালনের জন্য উপজেলা পরিষদকে সরকার কর্তৃক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) থেকে প্রতি অর্থবছর অনুদান দেওয়া হত। উপজেলা পরিষদকে করারোপ ও আদায়ের ক্ষমতা দেয়া হয়। এর নিজস্ব আয়ের উৎস্যসমূহ ছিল, যেমন - জলমহাল, হাটবাজার, ফেরিঘাট, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বৃত্তির উপর কর, প্রমোদ কর ইত্যাদি। এ পদ্ধতির আওতায় হস্তান্তরিত বিষয়সমূহের কর্মকর্তাদেরকে উপজেলা পরিষদে প্রেষণে ন্যস্ত করা হয় এবং বিধান অনুযায়ী সংরক্ষিত বিষযাদির কর্মকর্তাদেরকে (মুনসেফ এবং ম্যাজিস্ট্রেট ছাড়া) প্রয়োজনবোধে উপজেলা পরিষদের নিকট জবাবদিহি করতে হতো। এছাড়া ১৯৮৮ এর পূর্ব পর্যন্ত ইউনিয়ন পরিষদের কার্য পরিচালনায় সহযোগিতা, বাজেট ও কর ধার্য প্রস্তাব অনুমোদন এবং চেয়ারম্যান, সদস্য ও সচিবদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা উপজেলা পরিষদের দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত ছিল। ১৯৯১ সালে স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা প্রশাসন পুনগঠন) (রহিতকরন) অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের বিলুপ্তি ঘটে।

13

14 উপজেলা পরিষদ বিলুপ্তির পর বিগত ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩ তারিখে সরকার নির্বাহী আদেশে প্রতিটি থানায় থানা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি গঠন করে। এ কমিটি সংশ্লিষ্ট থানায় অন্তর্ভূক্ত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও কতিপয় সরকারি কর্মকর্তা নিয়ে গঠিত হয়। নামের আদ্যক্ষর অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যন গণের মধ্য থেকে প্রতি মাসে একজন থানা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্য কমিটি উপদেষ্টা করা হয়। কমিটির মূল কার্য পরিধির মধ্যে ছিল: (ক) উন্নয়ন কার্যক্রম ও প্রকল্প বাছাই, পর্যালোচনা ও সমন্বয় সাধন; (খ) ইউনিয়ন পরিষদকে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে

উপদেশ/পরামর্শ দেয়া, (গ) আন্তঃ ইউনিয়ন ও আন্তঃ খাত সমস্যা নিরশন, (ঘ) উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন করে সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদের নিকট প্রেরণ ইত্যাদি।

উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থাকে পুনঃপ্রবর্তন করার লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে জাতীয় সংসদে উপজেলা পরিষদ আইন পাশ করা হয়। কিন্তু উপজেলা পরিষদের কোন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। ২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার উপজেলা পরিষদ আইন' ১৯৯৮ বাতিলপূর্বক স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) অধ্যাদেশ, ২০০৮ জারি করে। ক্ষমতা গ্রহনের সাথে সাথে বর্তমান মহাজোট সরকার ২০০৯ সালের জানুয়ারী মাসে সমগ্র দেশ ব্যাপি উপজেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করে। জাতীয় সংসদ তত্ত্বাবধায়ক সরকার কর্তৃক জারীকৃত স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) অধ্যাদেশ, ২০০৮ নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে জাতীয় সংসদে উপস্থাপিত ও অনুমোদন না হওয়ায় তা বাতিল হয়ে যায়। পরবর্তীতে বর্তমান জাতীয় সংসদ কর্তৃক উপজেলা পরিষদ (রহিত অধ্যাদেশ, পুন:প্রচলন ও সংশোধনী) আইন ২০০৯ প্রণয়নের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮(১৯৯৮ সনের ২৪নং আইন) পুন:প্রচলন করা হয়। বর্তমানে এ আইন অনুযায়ী উপজেলা পরিষদ পরিচালিত হচ্ছে।

১.২ উপজেলার নামের ইতিহাস

উপজেলার পৌর সভার আওতাধীন কাঠের পুল এলাকায় খাদি-খদ্দর তৈরী হয় । চান্দিনা উপজেলার পরিষদের সন্নিকটে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র কেন্দ্রিয় কালী মন্দির অবস্থিত। উপজেলা পরিষদের অভ্যন্তরে শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতির স্মরণে স্মৃতি স্তম্ভ রয়েছে । পরিষদের অভ্যন্তরে অবস্থিত কেন্দ্রিয় শহীদ মিনার ও একটি ঐতিহ্যবাহী দর্শনীয় স্থান । কুমিলল্লা - ০৭ নির্বাচনী আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব অধ্যাপক মোঃ আলী আশরাফ এর পৃষ্ঠপোষকতায় গল্লাই ইউনিয়নের ইসমাইল ফাউন্ডেশন পরিচালিত গল্লাই ইসমাইল দাখিল মাদ্রাসা ও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে । আরো উল্লেখ্য যে, ঐতিহ্যবাহী আবেদা নূর ফাউন্ডেশন পরিচালিত প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কারিগরী ও মাদ্রাসার সমন্বয়ে আবেদা-নূর কমপ্লেক্স গঠিত । এ ছাড়া, পাট চাষের বিস্তার সম্প্রসারণে চান্দিনা উপজেলার সন্নিকটে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পাট গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত ।

১.৩ উপজেলার মানচিত্র

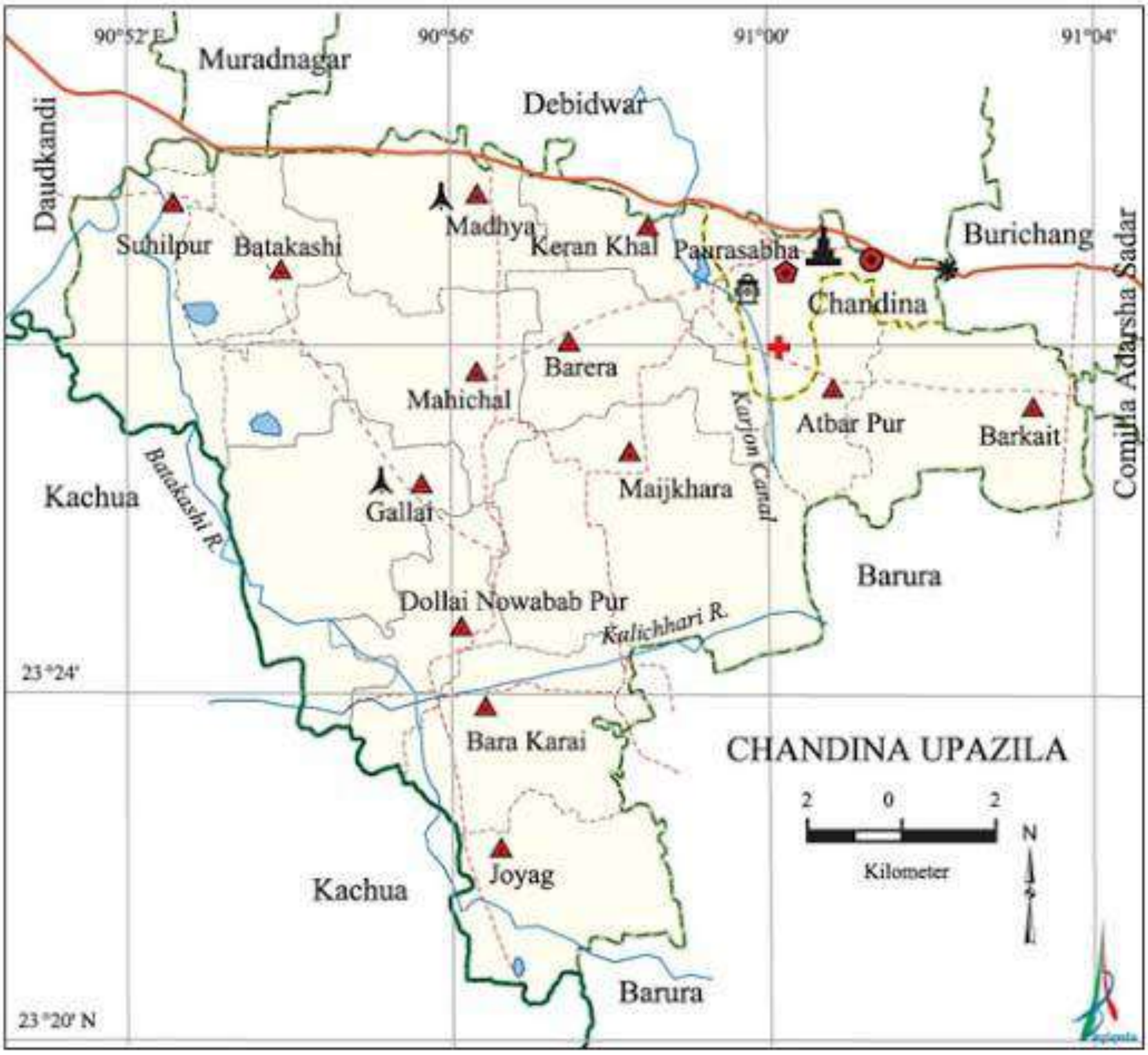

১.৪ ভৌগলিক পরিচিতি

বীরগঞ্জ উপজেলার আয়তন ২০১.৯২ বর্গ কিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা ৩,৫৮,৮২০ জন। এখানে থানা সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭৬ সালে। চান্দিনা উপজেলার নামকরণ নিয়ে কিংবদন্তি চালু আছে। ১৬৭৫ সালে মির্জা হোসেন আলী খাঁ মোঘল সুবাদার নিযুক্ত হওয়ার পর বর্তমান চান্দিনায় সদর দপ্তর স্থাপন করেন বলে জানা যায়। তখন এ স্থানের নাম ছিল 'বরকামতা'। এ স্থানটি জঙ্গলাকীর্ণ ছিল বলে বাঘের ভয়ে সবাই আতঙ্কগ্রস্থ থাকতো। সুবাদার হোসেন আলী খাঁ তাঁর মহলের সম্মুখে বাঘতে ভয় দেখানের জন্য একটি উঁচু স্থানে উজ্জ্বল গ্যাসের বাতি জ্বলাতেন। তখন হতে লোকজন এ স্থানটিকে 'চাঁদনী' বা 'চাঁদের আলোর মতো স্থান' বলে আখ্যায়িত করতো। পরবর্তীতে ইংরেজ শাসনামলে নীলকুঠির সাহেবরা ইংরেজিতে এ স্থানকে চান্দিনা বলে লিপিবদ্ধ করে। সে থেকেই চান্দিনা নামককরণ হয়েছে।

উপজেলা পরিষদ গ্রামীণ স্থাণীয় সরকার ব্যবস্থার মধ্যম পর্যায়ের স্তর। উপজেলা পরিষদের উপরে জেলা পরিষদ নিচে ইউনিয়ন পরিষদ এবং সমান্তরালে কোথাও কোথাও পৌরসভা রয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে পূর্বতন থানা বা নবগঠিত উপজেলার যাত্রা ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারেনি। তা'ছাড়া আইনী কাঠামো, সাংগঠনিক কাঠামো, আন্তঃ প্রতিষ্ঠান মিথক্রিয়া, সেবাদান পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া অন্য সকল প্রতিষ্ঠান থেকে কিছু স্বতন্ত্র। তাই উপজেলা পরিষদের এ নবযাত্রায় এর আইনগত কাঠামো, অবস্থান, আইন বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া এবং তার সাথে যুক্ত এই প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক কাঠামো, সর্বোপরি আইন ও প্রশাসনের মিথস্ক্রিয়ার সার্বিক অবস্থার উপর একটি সামদগ্রিক ধারণা থাকা দরকার।

১.৫ ভাষা ও সংস্কৃতি

বীরগঞ্জ উপজেলার ভূ-প্রকৃতি ও ভৌগলিক অবস্থান এই উপজেলার মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতি গঠনে ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে অবস্থিত এই উপজেলাকে ঘিরে রয়েছে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, ঢাকা বিভাগ ও চট্টগ্রাম বিভাগের অন্যান্য উপজেলাসমূহ। এখানে ভাষার মূল বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশের অন্যান্য উপজেলার মতই, তবুও কিছুটা বৈচিত্র্য খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন কথ্য ভাষায় মহাপ্রাণধ্বনি অনেকাংশে অনুপস্থিত, অর্থাৎ ভাষা সহজীকরণের প্রবণতা রয়েছে। চান্দিনা উপজেলার আঞ্চলিক ভাষার সাথে সন্নিহিত ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ঢাকার ভাষার অনেকটা সাদৃশ্য রয়েছে। মেঘনা-গোমতী নদীর গতিপ্রকৃতি এবং লালমাই পাহাড়ের পাদদেশে চান্দিনার মানুষের আচার-আচরণ, খাদ্যাভাস, ভাষা, সংস্কৃতিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

এই এলাকার ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে চান্দিনার সভ্যতা বহুপ্রাচীন। এই এলাকায় প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন প্রাচীন সভ্যতার বাহক হিসেবে দেদীপ্যমান। সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে চান্দিনার অবদানও অনস্বীকার্য। জাতীয় কবি নজরুল, সুরসম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দিন খান, ওস্তাদ আয়েত আলী খান, ওস্তাদ আকবর আলী খান প্রমুখ ভুবন বিখ্যাত সংগীতজ্ঞদের স্মৃতি বিজড়িত চান্দিনা।

১.৬ মুক্তিযুদ্ধে **বীরগঞ্জ** :

১৯৭১ সলের রক্তঝরা দিনগুলোতে মুক্তি ও মিত্রবাহিনীর যৌথ আক্রমনে হানাদার মুক্ত হয়েছিল কুমিল্লার বিভিন্ন অঞ্চল। তারই ধারাবাহিকতায় চান্দিনা এলাকা হানাদার মুক্ত হয়েছিল ১২ ডিসেম্বর। এ দিনটিকে " চান্দিনা মুক্ত দিবস" হিসেবে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়।

মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর যৌথ অভিযানে ওইদিন হানাদারদের বিরুদ্ধে আক্রমন পরিচালনা করে। ৩ডিসেম্বর রাতে মুক্তিবাহিনী 'ঢাকা - চট্রগ্রাম' মহাসড়কের কাঠের সেতুটি মাইন বিষ্ফোরনে উড়িয়ে দেয়। মিত্রবাহিনীর ২৩ মাউন্ড ডিভিশনের মেজর জেনারেল আর.ডি বিহারের নেতৃত্বে বৃহত্তর কুমিল্লায় এই অভিযান পরিচালিত হয়। মিত্রবাহিনীর একটি ট্যাংক বহর চান্দিনা আসে। হানাদাররা ওই রাতেই চান্দিনা ছেড়ে কুমিল্লা সেনানিবাসে পালিয়ে যায়। ধীরে ধীরে মুক্তিবাহিনীর বিভিন্ন গ্রুপ চান্দিনার বিভিন্ন গ্রামের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এরই মধ্যে মিত্র বাহিনীর ট্যাংক বহরটি দেবিদ্বার থেকে চান্দিনা রোডে ঢাকা অভিমুখে যাওয়ার সময় মোহনপুর এলাকায় ভুল বোঝাবুঝির কারনে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে গুলি বিনীময় হলে মিত্রবাহিনীর ৬ সেনা সদস্য নিহত হয়। এই দিনে চান্দিনা উল্লাসিত জনতা ও মুক্তিযোদ্ধারা স্বাধীন বাংলার পতাকা নিয়ে বিজয় উল্লাসে 'জয়বাংলা' শ্লোগানে মেতে উঠে। দুপুর পর্যন্ত ওইদিন হাজার হাজার জনতা বিজয় উল্লাসে উপজেলা সদর প্রকম্পিত করে তোলে।

তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের প্রধান সেনা ছাউনি কুমিল্লা ময়নামতি ক্যান্টনম্যান্ট সন্নিকটে থাকায় এঅঞ্চলের মানুষকে মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। স্বাধীনতা ঘোষনার মাত্র পাঁচ দিনের মধ্যেই অর্থাৎ ৩১ মার্চ রাজধানী সহ বিভাগীয় শহরের বাইরে শত্রু সেনাদের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ বাজি রেখে বিজয় ছিনিয়ে আনার গৌরবময় অধ্যায় প্রথম থেকেই চান্দিনা দানা বাঁধতে শুরু করে।

১.৭ উপজেলার নদ-নদী

বীরগঞ্জ উপজেলায় আত্রাই, ঢেপা ও পূর্ণভবা নদী রয়েছে।

১.৮ উপজেলার যোগাযোগ

১) সড়ক পথেঃ

বীরগঞ্জ থেকে ঢাকা-পঞ্চগড় জাতীয় মহাসড়ক পথে প্রায় ৩৭৫ কিঃমিঃ দূরত্বে এবং বাংলাবান্ধা হতে প্রায় ১১৫ কিঃ মিঃ আগে মহাসড়কের বীরগঞ্জ বাস স্ট্যান্ড হতে ১ কিঃ মিঃ দক্ষিন পশ্চিম বীরগঞ্জ উপজেলা পরিষদ।

ভাড়াঃ
বীরগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড থেকে দিনাজপুর বাস ভাড়া ৬০ টাকা (বাসের নাম: শাহী এন্টারপ্রাইজ, জাহেদা এন্টারপ্রাইজ ইত্যাদি)।
বীরগঞ্জ থেকে ঢাকা-পঞ্চগড় জাতীয় মহাসড়কে বীরগঞ্জ বাস স্ট্যান্ড হতে ১ কিঃ মিঃ দক্ষিন পশ্চিম বীরগঞ্জ উপজেলা পরিষদ।

২) রেল পথেঃ
রেলপথ বীরগঞ্জ উপজেলা পরিষদ এর সহিত কোন যোগাযোগ নাই।

বি:দ্রঃ- নদী পথে বীরগঞ্জ উপজেলা পরিষদ এর সহিত কোন যোগাযোগ নাই।

১.৯ উপজেলার ব্যবসা বাণিজ্য

বীরগঞ্জ উপজেলা ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অন্যতম ব্যস্ত উপজেলা। ঢাকা-পঞ্চগড় মহাসড়কের নিকটবর্তী হওয়ায় বীরগঞ্জ ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাণ কেন্দ্রে পরিনত হয়েছে। এ উপজেলায় ৩৬ টি হাট বাজার আছে। তার মধ্যে বীরগঞ্জ পৌরসভা ও গোলাপগঞ্জ বাজার ক্রমবর্ধিষ্ণু অর্থনৈতিক কেন্দ্রে (Growth Center) পরিনত হয়েছে। দিনাজপুর জেলার কাহারোল ও খানসামা উপজেলার জনসাধারণ এই উপজেলায় ব্যবসা-বাণিজ্যের খোঁজে নিয়মিত আগমন করে। বীরগঞ্জ উপজেলায় ০৩ টি বড় গরু বাজার রয়েছে। এগুলো হলো যথাক্রমে- ১. গোলাপগঞ্জ গরু বাজার, ২.ঝাড়বাড়ী গরু বাজার, ৩. কবিরাজহাট গরু বাজার,ইত্যাদি।

১.১০ উপজেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য

উপজেলার পৌর সভার আওতাধীন কাঠের পুল এলাকায় খাদি-খদ্দর তৈরী হয় । বীরগঞ্জ উপজেলার পরিষদের সন্নিকটে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র কেন্দ্রিয় কালী মন্দির অবস্থিত। উপজেলা পরিষদের অভ্যন্তরে শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতির স্মরণে স্মৃতি স্তম্ভ রয়েছে । পরিষদের অভ্যন্তরে অবস্থিত কেন্দ্রিয় শহীদ মিনার ও একটি ঐতিহ্যবাহী দর্শনীয় স্থান । কুমিলল্লা - ০৭ নির্বাচনী আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব অধ্যাপক মোঃ আলী আশরাফ এর পৃষ্ঠপোষকতায় গল্লাই ইউনিয়নের ইসমাইল ফাউন্ডেশন পরিচালিত গল্লাই ইসমাইল দাখিল মাদ্রাসা ও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে । আরো উল্লেখ্য যে, ঐতিহ্যবাহী আবেদা নূর ফাউন্ডেশন পরিচালিত প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কারিগরী ও মাদ্রাসার সমন্বয়ে আবেদা-নূর কমপ্লেক্স গঠিত । এ ছাড়া, পাট চাষের বিস্তার সম্প্রসারণে চান্দিনা উপজেলার সন্নিকটে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পাট গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত ।

১.১১ দর্শনীয় স্থান

১	ঢেপা নদী স্লুইচগেট	বীরগঞ্জ পৌরসভা, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর।	উপজেলা পরিষ হতে পাল্টাপুর রোডে অবস্থিত। বিক্সা ভাড়া - ১০ টাকা । উপজেলা সদর হতে প্রায় ০১ কিঃ মিঃ পূর্বে অবস্থিত ।	0
২	সিংড়া শালবন	বীরগঞ্জ উপজেলার ভোগনগর ইউনিয়ন	বীরগঞ্জ বাসষ্ট্যান্ড হতে সিএনজি যোগে ভোগনগর ইউনিয়নের আওতাধীন এলাকায় শালবনটির অবস্থান।	

দ্বিতীয় অধ্যায়
আর্থ-সামাজিক তথ্য

২.১ বীরগঞ্জ উপজেলার আর্থ- সামাজিক (মৌলিক তথ্যাবলী)ঃ

০১। উপজেলার আয়তন	:	২০২.০০ বর্গ কিঃ		দাখিল মাদ্রাসা	:	১৭ টি
০২। ইউনিয়নের সংখ্যা	:	১১ টি		স্বতন্ত্রএবতেদায়ী মাদ্রাসা	:	০৭ টি
০৩। পৌরসভার সংখ্যা	:	০১ টি		কাওমী মাদ্রাসা	:	৩টি
০৪। মৌজার সংখ্যা	:	১৮৭ টি		১৮। শিক্ষার হার	:	৫৯.০০%
০৫। গ্রামের সংখ্যা	:	২২৪ টি		১৯। সেচের আওতায় মোট জমি	:	১১৫৩ হে ঃ
০৬। মসজিদ	:	৪৩০ টি		২০। খাদ্য গুদাম :	:	২ টি
০৭। মন্দির	:	১৮ টি		২১। মৎস্য খামার :	:	৪৩৬টি
০৮। ডাকঘর	:	১৬টি		২২। গরুর খামার :	:	৪২৫টি
০৯। ব্যাংক	:	১৭ টি		২৩। ছাগলের খামার :	:	৪১টি
১০। খানার সংখ্যা	:	৬৯৭৩৬ টি		২৪। খাস পুকুরের সংখ্যা :	:	১৫ টি
১১। মোট লোক সংখ্যা	:	৩৫০২৭৩ জন		২৫। ইজারা যোগ্য পুকুরের সংখ্যা	:	৯ টি
ক) নারী	:	১৮৪৩৯৯ জন		২৬। স্টেডিয়াম :	:	--
খ) পুরুষ	:	১৬৫৮৭৪ জন		২৭। ফায়ার ব্রিগেড :	:	০১ টি
১২। প্রতি বর্গকিঃ মিটারে লোক সংখ্যা	:	১৭৪২ জন		২৮। এনজিও :	:	৬২ টি
১৩। বর্তমানে অনুমিত জনসংখ্যাঃ	:	৩৫১৪৩৮ জন		২৯। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স :	:	০১টি
ক) পুরুষ-		১,৬৫,১৭৯ জন		৩০। সরকারী হাসপাতালের সংখ্যা	:	০১টি
খ) মহিলা-		১,৬৮,৫৫০ জন		৩১। হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা :	:	৫০ টি
১৪। প্রাথমিক বিদ্যালয় :সরকারী :কিন্ডার গার্টেন :উপানুষ্ঠানিক কেন্দ্র	: : :	২৩১ টি ৯৩ টি ৬৮ টি		৩২। ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিঃপরিঃ কেন্দ্র	:	১০ টি
১৫। ক) সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	:	০১টি		৩৩। জন্ম নিয়ন্ত্রন হার :	:	৭৯%
খ) বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	:	৩৪ টি		৩৪। বেসরকারী হাসপাতাল :	:	০৭ টি
গ) এমপিওভুক্ত বিদ্যালয়	:	২৯ টি		৩৫। ইউনিয়ন সাব-সেন্টার :	:	০৫ টি
ঘ) বালক-বালিকা(সহশিক্ষা	:	৩২ টি		৩৬। কমিউনিটি ক্লিনিক:	:	৩৮ টি
ঙ) শুধু বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	:	০২ টি		৩৭। গুচ্ছ গ্রাম :	:	০৪ টি
চ) শুধু বালক মাধ্যমিক বিদ্যালয়	:	৩২ টি		৩৮। আশ্রয়ন প্রকল্প :	:	০৮ টি
১৬। কলেজ	:	০৮ টি		৩৯। স্যানিটেশন :	:	৯৭%
ক) সরকারী	:	০১টি		৪০। পশু হাসপাতালের সংখ্যা	:	০১ টি
খ) বেসরকারী	:	০৬টি		৪১। সমবায় সমিতিঃ	:	২৬
গ) কারিগরি	:	০১টি		ক) মহিলা সমিতি :	:	০৮টি
ঘ) স্কুল এ্যান্ড কলেজ	:	০২ টি		খ) ইউ/পি,এম,পি,এস লিঃ :	:	০৭ টি
১৭। মাদ্রাসা	:	২৭ টি		গ) মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি :	:	১১ টি

কামিল মাদ্রাসা	:	--		ঘ) বি,আর,ডি,বি সমিতি :	:	৯৮ টি
ফাজিল মাদ্রাসা	:	০২ টি				
আলিম মাদ্রাসা	:	০৫ টি				

৪২। নদী : ০৩ টি

৪৩। হ্যাচারী : ০২ টি
ক) সরকারী : ০ খ) বেসরকারী : ৩০ টি

৪৪। খাদ্য গুদাম : ০২টি

৪৫। ডাক বাংলো ঃ ০১টি

৪৬। হাট বাজার : ৩৬ টি

কৃষি বিভাগঃ

০১। নীট ফসলাধীন জমি : ১১৪৫০ হেঃ
০২। এক ফসলী জমি : ৫০২০ হেঃ
০৩। দুই ফসলী জমি : ২০৭০ হেঃ
০৪। তিন ফসলী জমি : ৬২২০ হেঃ
০৫। কৃষি ব্লক : ৩২ টি

যাতায়াত ব্যবস্থাঃ

০১। পাকা রাস্তা : ৫৮২.৮১ কিঃ মিঃ
০২। কাঁচা রাস্তা : ৮৩২.৬৪ কিঃ মি
০৩। রেল রাস্তা : 0 কিঃ মি
০৪। বাস রাস্তা : ২৮.০০ কিঃ মিঃ
০৫। আধা পাকা রাস্তা :
০৬। নৌ পথ : নাই
০৭। পুল ও কালভার্টঃ পাকা পুল ও কালভার্ট, কাঠের পুল- ২১৭৭টি

৪৭। আনসার ভিডিপি ব্যাংক : ০১ টি

৪৮। খাস জমির বিবরণঃ
ক) মোট খাস জমির পরিমান : ৯৯.০১৪৮একর
১। কৃষি খাস জমির পরিমান : ৬৩.৬৮৭৪ একর
২। অকৃষি খাস জমির পরিমান : ২৪.৩২৪৪ একর

৪৯। থানা: ১টি

৫০। রেলওয়ে থানা : ০টি

সমাজসেবা বিভাগঃ

০১। বয়স্ক ভাতা ভোগীর সংখ্যা : ৮৩৯২ জন
০২। অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা ভোগীর সংখ্যা : ৬৫২৬ জন
০৩। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাঃ ৯২ জন
০৪। মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা ভোগীর সংখ্যাঃ 461 জন
০৫। বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাদের ভাতাভোগীর সংখ্যাঃ ৩১২৯ জন।

২.২ উপজেলা চেয়ারম্যান অফিস ও নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ের জনবলঃ

ক্র.নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	পুরণকৃত পদ	শুন্য পদ
উপজেলা পরিষদ				
১	চেয়ারম্যান	০০	০০	--
২	ভাইস-চেয়ারম্যান (পুরুষ)	০০	০০	--
৩	ভাইস-চেয়ারম্যান (মহিলা)	০০	০০	--
৪	সিএ	০১	০১	
৫	জিপ গাড়ী চালক	০১	০১	--
৬	অফিস সহায়ক	০২	০২	--
৭	মালি	০১	০১	--
৮	সুইপার	০১	০১	--

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়				
১	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	০১	০১	--
২	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০১	০১	--
৩	উপসহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০১	০১	--
৪	সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০০	০০	--
৫	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	০২	০২	--
৬	সার্টিফিকেট সহকারী	০১	০১	--
৭	জিপ চালক	০১	--	০১
৮	ফটোকপি অপারেটর	০০	০০	--
৯	জারীকারক	০২	০০	০২
১০	দপ্তরি	০১	--	০১
১১	অফিস সহায়ক	০৩	০২	০১
১২	নিরাপত্তা প্রহরী	০৩	০১	০২
১৩	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	০৩	০১	০২

তৃতীয় অধ্যায়
উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কিত ধারণা

৩.১ পরিকল্পনা কি

কোন দেশের ভবিষ্যত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত সম্ভাবনা নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যক্রম প্রণয়নের সনাতন প্রক্রিয়া হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনা। এর মাধ্যমে দেশের রুপকল্প লাভ করা সম্ভব হয় যার মাধ্যমে সরকার দেশ ও জনসাধারণের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারে। পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা হচ্ছে কোন দেশের সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার জন্য একটি মধ্য-মেয়াদী পরিকল্পনা। এ ব্যতীত সরকারের পক্ষে রুপকল্পের আলোকে কার্যকরভাবে দক্ষতার সাথে উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ এবং আর্থিক বরাদ্দ ও মানব সম্পদ নিয়োজিত করা সম্ভব নয়।

একই সাথে, জনগণকে অবশ্যই পরিকল্পনা প্রণয়ণে সম্পৃক্ত করতে হবে এবং এই প্রক্রিয়ায় তারাও পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনে উদ্বুদ্ধ হবে। এভাবে জনসাধারণ আউটপুট মনিটরিং এবং ফলাফল ও প্রভাব মূল্যায়নে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবেন।

বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে স্বাধীনতা পরবর্তি সময়ে পরিকল্পনা কমিশন গঠন করা হয় এবং এশটি জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক একটি দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা প্রেক্ষিত পরিকল্পনা' (২০১০-১১ হতে ২০২০-২১) এবং মধ্য-মেয়াদী পরিকল্পনা 'সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা' প্রণীত হয়েছে। সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে: ক) জিডিপি প্রবৃদ্ধি উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি ও দ্রুত দারিদ্র হ্রাস; খ) উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রতিটি নাগরিকের সম্পৃক্ততা ও সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য নাগরিক ক্ষমতায়নের জন্য এশটি বৃহত্তর আঙ্গিকের কৌশল নির্ধারণ; এবং গ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন সহনীয় একটি টেশসই উন্নয়ন প্রক্রিয়া নির্মাণ, প্রাকৃতিক সম্পদেও টেশসই ব্যবহার, অনিবার্য নগরায়নের সফল ব্যবস্থাপনা। এছাড়াও, ২০১৫ সালে সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করায় বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেছে এবং এশটি মধ্যম আয়ের দেশে রুপান্তরের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

৩.২ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকারভেদ

বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকারের পরিকল্পনা বিদ্যমান রয়েছে। জাতীয় ও অন্যান্য উন্নয়ন পরিকল্পনা নিচে উল্লেখ করা হলো।

৩.২.১ জাতীয় পরিকল্পনাসমূহ

জাতীয় পরিকল্পনাসমূহের মধ্যে রয়েছে ১) পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১ ২) সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০; এবং ৩) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কর্তৃপক্ষ হিসেবে পরিকল্পনা কমিশন এর দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের ধারণা, প্রত্যাশা ও রাজনৈতিক লক্ষ্যসমূহকে সামষ্টিক ও ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে প্রতিফলন ঘাঁনো এবং এগুলোকে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা। পরিকল্পনা কমিশনের দায়িত্ব হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ এবং অনুমোদন করা।

৩.২.২ খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা হচ্ছে কোন এশটি নির্দিষ্ট খাতের জন্য বিস্তৃত পরিসরের পরিকল্পনা যেমন; কৃষি, মৎস্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ ইত্যাদি। কোন এশটি নির্দিষ্ট খাতের সঠিক ও টেশসই পদ্ধতিতে উন্নয়নের জন্য উপ-খাত ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

উপজেলা পর্যায়ে সাধারণত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন এনবিডি-এর নিজস্ব খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা থাকে যা (১) এ উল্লিখিত জাতীয় পরিকল্পনা অনুসাওে প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। যেমন; যোগাযোগ ও পরিবহন খাতে বাংলাদেশ সড়ক মাস্টার প্লান (আরএমপি) ২০০৭, যেখানে নতুন সড়ক নির্মানের বিস্তারিত ভৌত কাঠামোগত পরিকল্পনা প্রদান করা হয়েছে। স্বাস্থ্য খাতের জন্য, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতের কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১০ হচ্ছে খাত ভিত্তিক পরিকল্পনার এশটি উদাহরণ। জাতীয় পশু সম্পদ সম্প্রসারণ নীতিমালায় পশু সম্পদ খাতের বিস্তৃত পরিকল্পনা প্রদান করেছে। উক্ত খাতওয়ারি পরিকল্পনাসমূহ বিভিন্ন পর্যায়ে প্রণীত হয়ে থাকে এবং এর জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কোন একক নির্দেশিকা সরবরাহ করা হয় না। এ ধরনের খাতওয়ারি উন্নয়ন পরিকল্পনা জাতীয় পরিকল্পনা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

৩.২.৩ উপজেলা পর্যায়ের পরিকল্পনাসমূহ

উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় চাহিদা, অগ্রাধিকার, সক্ষমতা ও সম্পদেও প্রাপ্যতা বিবেচনা কওেউপজেলা পরিষদকে পঞ্চ-বার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। উপজেলা পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনায় ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলায় কর্মরত এনবিডিসমূহের চাহিদাও অগ্রাধিকারের প্রতিফলন থাকা বাঞ্ছনীয়। এসব প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক ও একীভূত পরিকল্পনাই উপজেলা পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা হওয়া দরকার। উক্ত পরিকল্পনায় জাতীয় ও খাতওয়ারি পরিকল্পনাসমূহের প্রতিফলন থাকতে হবে এবং স্থানীয় বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে জাতীয় ও খাতওয়ারি লক্ষ্য অর্জনে ভূমিকা রাখতে হবে।

- ***উপজেলা পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা***

পঞ্চ-বার্ষিক প্ররিকল্পনা উপজেলা পরিষদেও এশটি মধ্যম মেয়াদেও পরিকল্পনা। উক্ত পরিকল্পনাটি সমন্বিত প্রকৃতির (comprehensive) হওয়া উচিৎ এবং এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের যেমন; ইউনিয়ন, পৌরসভা, এনবিডি, এনজিও ও ব্যক্তিখাতের প্রস্তাবনাসমূহ অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিৎ। উক্ত পরিকল্পায় ভিশন, উদ্দেশ্যসমুহ,উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ, অগ্রাধিকার প্রকল্প/স্কিম এবং সময়াবদ্ধ বাস্তবায়নসূচী থাকতে হবে। পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে করে এ জাতীয় ও খাতওয়ারি পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং উহাতে অবদান রাখতে পারে।

- ***উপজেলা বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা***

উপজেলা পরিষদেও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা হচ্ছে উপজেলার বার্ষিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা। এতে প্রকল্প, প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যয়, তহবিলের উৎস, বাস্তবায়ন কৌশল, বাস্তবায়নকারি সংস্থা, পরীবিক্ষণ পদ্ধতি (monitoring mechanism) ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য বিস্তারিতভাবে উল্লেখ থাকে। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদিত পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার বাৎসরিক বিভাজন হওয়া বাঞ্চনীয়।

৩.২.৪ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের কর্ম-প্রবাহ ও সময়সূচি

এলজিডি'র নির্দেশিকা অনুসাওে উপজেলা পরিষদকে পঞ্চ-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত পরিকল্পনা অনুসাওে সকল উন্নয়ন প্রকল্প (স্কিম) গ্রহন করতে হবে।

সাধারণভাবে উপজেলা পরিষদ বিভিন্ন বিষয় বিবেচনায় রেখে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে:

- পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় নির্ধারিত মধ্যম-মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কৌশল
- বিদ্যমান পরিস্থিতি (জরুরী এবং/ বা গুরুত্বপূর্ণ)
- বিদ্যমান অগ্রাধিকার প্রকল্প ও স্কিম
- আর্থিক সম্পদেও প্রাপ্যতা এবং
- প্রকল্প বাস্তবায়নের কারিগরি সক্ষমতা

যেহেতু পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম তাই বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাকে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত হতে হবে।

প্রতি উপজেলার অর্থ বছর অর্থাৎ ১ জুলাই থেকে ৩০ জুন হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নির্দিষ্ট সময়কাল। সে কারণে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া প্রতি বছর এপ্রিল মাসে উদ্যোগ গ্রহণ করে জুন মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে।

৩.২.৫ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রণয়ন প্রক্রিয়া নিচের চিত্র ১ এ উপস্থাপন করা হলো।

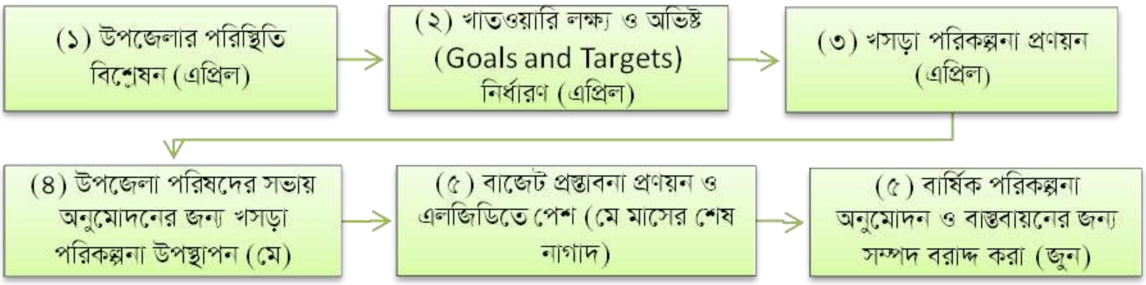

চিত্র ১: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ

উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করেছে। একইসাথে প্রত্যেক ধাপের জন্য প্রয়োজনীয় সময় সম্পর্কেও আলোচনা করেছে এবং বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব অর্পণ কররছে। উপজেলা পরিষদ পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তার জন্য এশটি কারিগরি কমিটিও গঠন করে। বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়ার সুপারিশকৃত ফরম্যাট নিম্নে এ প্রদর্শন করা হলোঃ

পরিকল্পনার ফরম্যাট

পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যাবলীর তালিকা	দায়িত্বশীল ব্যক্তি	স্থান	সময়সীমা	পদ্ধতি
সংশ্লিষ্ট মহলের সাথে পরামর্শ	বিভিন্ন সরকারি বিভাগের ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ	ইউপি, ইউডিসিসি ও ওয়ার্ড সভা	ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ নাগাদ	আলোচনা
তথ্য, পরিকল্পনার প্রস্তাবনা সংগ্রহ	উপজেলা কমিটি, টিজিপি	ইউপি, ইউডিসিসি ও সরকারি বিভাগের ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ	ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ নাগাদ	দলীলপত্র সংগ্রহ
সম্পদ বিবরণী হালনাগাদ করা	টিজিপি সদস্যবৃন্দ	উপজেলায়	মার্চ মাসের শেষ নাগাদ	ডাটা এন্ট্রি
খসড়া প্রস্তাবনাসমূহ সন্নিবেশন	টিজিপি সদস্যবৃন্দ	উপজেলায়	এপ্রিল মাসের শেষ নাগাদ	ডাটা এন্ট্রি
খসড়া প্রস্তাবনাসমূহ যাচাই-বাছাই	উপজেলা কমিটি, টিজিপি ও পিএসসি	উপজেলায়	এপ্রিল মাসের শেষ নাগাদ	আলোচনা/ বিশ্লেষন
খসড়া পরিকল্পনা প্রস্তাবনা ছুড়ান্ত করা	উপজেলা কমিটি, টিজিপি ও পিএসসি	উপজেলায়	মে মাসের মাঝামাঝি	আলোচনা/ বিশ্লেষন
উপজেলা পরিষদে খসড়া পরিকল্পনা প্রস্তাবনা পেশ করা	উপজেলা কমিটি	উপজেলায়	মে মাসের মাঝামাঝি	খসড়া পরিকল্পনা

চতুর্থ অধ্যায়
উপজেলার সম্পদ বিবরণী

৪.১ উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে লভ্য সম্পদঃ

জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প	শিল্প/বাণিজ্যিক উদ্যোগ	অন্যান্য প্রকল্প
উপজেলায় জাতীয় প্রকল্পসমূহ	উপজেলা পরিষদের প্রকল্পসমূহ	শিল্প/বাণিজ্যিক প্রকল্পসমূহ	সংসদ সদস্যের অগ্রাধিকার প্রকল্প
জেলা/ উপজেলা পর্যায়ের প্রকল্প	জেলা পরিষদের প্রকল্পসমূহ	ব্যাংকিং/ঋণ কর্মসূচি	এনজিওসমূহের প্রকল্প
সরকারি বিভাগসমূহের ইউনিয়ন পর্যায়ের প্রকল্প	পৌরসভার প্রকল্পসমূহ		সিএসও'র প্রকল্পসমূহ
	ইউনিয়ন পরিষদের প্রকল্পসমূহ		

৪.২ উপজেলার সম্পদ বিবরণীর সার-সংক্ষেপ:

	অর্থায়নের উৎস	বার্ষিক গড় বরাদ্দ
১	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) মঞ্জুরি	১,৬৬,৬৮,০০০/-
২	বিশেষ কর্মসূচির মঞ্জুরি	----------
৩	স্থানীয়ভাবে আহোরিত সম্পদ	১,৫৫,২০,৮৬২/-
৪	উপজেলায় বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় প্রকল্প বাবদ এনবিডিসমূহের বাজেট	--
৫	পৌরসভা উন্নয়ন কর্মসূচির মঞ্জুরি	--
৬	উপজেলায় সংসদ সদস্যের প্রকল্প	--
৭	জাতীয় প্রকল্পঃ ইউজিডিপি (UGDP) এলজিএসপি (LGSP)	--
৮	এনজিও/ সিএসও প্রকল্প	--
৯	ব্যক্তিখাতের প্রকল্প	--

পঞ্চম অধ্যায়
অবস্থা বিশ্লেষন, রুপকল্প ও লক্ষ্য নির্ধারন

৫.১ বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারণ

বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারণ করা উপজেলার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি-

- উপজেলার স্বচ্ছ ও সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন কৌশল যা সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে বিনিময় করা সম্ভব হয়
- বার্ষিক পরিকল্পনায় কোন কোন প্রকল্পকে অর্থায়ন করা হবে তার সরাসরি নির্দেশনা দেয়

- বার্ষিক পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং প্রতিবেদনের (monitoring and reporting) স্পষ্ট সূচক বের করে।

পরিস্থিতি বিশ্লেষনের ভিত্তিতে উপজেলা পরিষদ তার রূপকল্প, খাতওয়ারি লক্ষ্যমাত্রা ও প্রত্যাশিত ফলাফল নির্ধারণ করে যাতে করে উক্ত বছরে চিহ্নিত সমস্যাসমূহ মোকাবেলা করা সম্ভব হয়। উপজেলার জন্য বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারনের ক্ষেত্রে রূপকল্প বিবরণী ও পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার খাতওয়ারি লক্ষ্যমাত্রা নির্দেশনা প্রদান করে। বার্ষিক পরিকল্পনার উল্লিখিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট অনুসারে অগ্রাধিকার প্রকল্প/ স্কিম নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে রূপকল্প একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরিকল্পনা হচ্ছে বিদ্যমান সমস্যা ও বিষয়সমূহকে বিবেচনা করার ও ভবিষ্যত প্রয়োজন ও চাহিদা নিধারণের একটি প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতিগতভাবে সবচেয়ে কার্যকর উপায় চিহ্নিত করে সমাধানের মাধ্যমে প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জন করা। লক্ষ্য (goals), উদ্দেশ্য (objectives) ও অভিষ্ট(targets) নির্ধারনের একটি মানসম্মত ফরম্যাট সারণী ৫ এ প্রদান করা হলো।

৫.২ উপজেলার এসডব্লিউওটি (SWOT) বিশ্লেষণ

উপজেলা পরিষদে বসবাসরত মানুষের জীবন ও জীবিকাকে প্রভাবিত করতে পারে এমন অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উপাদানসমূহ বিশ্লেষনের মাধ্যমে পরিস্থিতি বিশ্লেষন করা হয়েছে। নিম্নে উপজেলার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা (strength), দুর্বলতা (weakness), সুযোগ (opportunity) এবং প্রতিবন্ধকতা (threat) - এসডব্লিউওটি - চিহ্নিত করা হয়েছে। এটিকে বিবেচনায় নিয়ে করণীয় নির্ধারণ করা হয়েছে এবং খাতওয়ারি উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতা, সম্ভাব্য প্রভাব চিহ্নিত করে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নির্ধারনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

	উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য **সহায়ক**	উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য **ক্ষতিকর**
অভ্যন্তরীণ প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য	**সক্ষমতার দিক (Strength)**	**দুর্বলতার দিক (Weakness)**
	বস্তুগত (যান্ত্রিক) সম্পদ ও দক্ষ জনবল	পরিকল্পনা প্রণয়নে মতামত প্রদানের সুযোগ সীমিত
	জনপ্রতিনিধিদের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ	সকল খাতের প্রতি সমগুরুত্ব না দিয়ে নির্দিষ্ট কিছু খাত যেমন- ভৌত অবকাঠামো ও অনুন্নয়ন খাতে অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া
	উন্নয়ন বান্ধব সরকারী নীতি	পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরী জ্ঞানের স্বল্পতা ও দীর্ঘমেয়াদী ও টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা নেয়ার মানসিকতা না থাকা
	পরিষদের আয় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়া	যথাসময়ে অর্থ ছাড়ের নিশ্চয়তা না থাকা
বাহ্যিক পরিবেশগত বৈশিষ্ট	**সুযোগের দিক (Opportunities)**	**প্রতিকূলতা/ঝুঁকির দিক (Threat)**
	উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জনসাধারনের অংশগ্রহণ ও উৎসাহ	দলীয় রাজনৈতিক চাপ ও অভ্যন্তরীণ কোন্দল
	যুগপযোগী/আধুনিক উন্নয়ন বিষয়ক মানসিকতা	প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও অরাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে সেবা গ্রহনে অনিহা ও দীর্ঘসূত্রিতা
	আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন	প্রকল্প বাস্তবায়নে গুনগতমান রক্ষায় দূর্বল দৃষ্টিভঙ্গি ও সরকারী ক্রয় প্রক্রিয়ায় অস্বচ্ছতা

৫.৩ উপজেলার খাত ভিত্তিক পরিস্থিতি বিশ্লেষন

খাত	সমস্যাসমূহের বিবরণ				সাম্প্রতিক, চলমান ও পরিকল্পিত কার্যাবলী	১ বছর পর পরিস্থিতির পূর্বাভাস	সুপারিশকৃত পদক্ষেপ / করণীয়
	সমস্যার ধরণ	অবস্থান	পরিমাণ/ বিস্তৃতি	কারণ			
যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা।	সকল ইউনিয়ন	২১০ কিমি	বাজেটের স্বল্পতা	এডিপি থেকে আর্থিক বরাদ্দ দেয়ার হবে।	২১০ কিমি রাস্তায় চলাচলকারী মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থার অবনতি হবে।	১৫০ কিমি রাস্তা নির্মান ও সংস্কার হচ্ছে।
জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানি সরবরাহ	সমন্বিত নিরাপদ পানি সরবরাহ ও সুয়েরেজ ব্যবস্থা নেই।	সমগ্র উপজেলা	২১০ কিমি	বাজেটের স্বল্পতা ও উদ্দোগের অভাব	২৩ টি গভীর নলকুপ স্থাপন করা হচ্ছে।	৮০০ লোক নিরাপদ পানি বঞ্চিত হতে পারে।	প্রতি বছর রক্ষাণাবেক্ষনের জন্য বাজেট এবং নতুন নতুন বরাদ্দ রাখতে হবে।
শিক্ষা	শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে মানসম্মত, আধুনিক ও আনন্দদায়ক পরিবেশে শিক্ষা গ্রহণ ব্যহত হচ্ছে। শ্রেনিকক্ষ ও আসন সংকট বিরাজমান। শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।	সকল ইউনিয়ন	সংশ্লিষ্ট সকল বিদ্যালয়ের ক্যাচমেন্ট এরিয়ার সকল বাসিন্দা	১। প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের পর্যাপ্ত পরিমানে শ্রেনীকক্ষ, আসবাবপত্র, স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট, খেলাধুলার সরঞ্জামাদি এবং ছাত্র- ছাত্রীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণের অভাব। ২। পর্যাপ্ত পরিমানে আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক ও ডিজিটাল কনটেন্টের মাধ্যমে পাঠদান উপযোগী শ্রেণীকক্ষের সংকট। ৩। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনার বিষয়ে ধারণা পর্যাপ্ত নয়।	পিইডিপি ৪ এর আওতায় কিছু বিদ্যালয় ভবন নির্মান ও মেরামত চলমান আছে।	• শিক্ষার্থীদের মানসম্মত, আধুনিক ও আনন্দদায়ক পরিবেশে শিক্ষা গ্রহণ বাধাগ্রস্থ হবে। • ঝড়ে পড়ার হার বাড়বে।	১। ১৫ টি বিদ্যালয়ে কনটেন্টের মাধ্যমে পাঠদান উপযোগী শ্রেণীকক্ষের সজ্জিতকরণ ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাস রুম তৈরি করা যেতে পারে। ২। ৬০ জন শিক্ষককে ডিজিটাল কনটেন্ট এর বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ও ৬০ টি বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে। ৩। ৩০ টি বিদ্যালয়ে খেলাধুলার সামগ্রী (দোলনা, স্লিপার, ব্যালেন্সার ইত্যাদি) প্রদান করা যেতে পারে।

							৪। ৫০ টি বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র (বেঞ্চ, আলমারি, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি) প্রদান করা যেতে পারে। ৫। ৫০ টি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ (ব্যাগ, জ্যামিতি বক্স, রঙ পেন্সিল, পানির পট, স্কেল, ছাতা, বিদ্যালয়ের ইউনিফর্ম ইত্যাদি) প্রদান করা যেতে পারে। ৬। ১০ টি বিদ্যালয়ে সোলার প্যানেল স্থাপন করা যেতে পারে।
মাধ্যমিক শিক্ষা	• নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি (বিজ্ঞান, ইংরেজী ও গনিত) বিষয়ে ধারণা কম। • ডিজিটাল পদ্ধতিতে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার অভাব।	অত্র উপজেলার ২০ টি প্রতিষ্ঠান।	৩৪ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ২৮০ জন শিক্ষক ও কর্মচারী।	• ইংরেজী, গনিত, বিজ্ঞান আইসিটি, বিষয়ে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব। • কর্মচারীর জন্য নথি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দক্ষতার অভাব। • আইসিটি ও আধুনিক প্রযুক্তির অভাব।	কার্যক্রম নেই	• শ্রেণিকক্ষে উপস্থিতির হার কমবে। • স্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের মনযোগ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাবে। • বিজ্ঞান শিক্ষার্থী ক্রমান্বয়ে কমবে।	• ইংরেজী, গনিত, বিজ্ঞান আইসিটি, বিষয়ে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে। • কর্মচারীর জন্য নথি ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। • শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল স্মার্ট বোর্ড/আইসিটি ল্যাব স্থাপন করা যেতে পারে।
কৃষি ও সেচ	নিরাপদ খাদ্য শস্য উৎপাদনে সচেতনতার অভাব, অপরিকল্পিত ভাবে ভূ-গর্ভস্থ পানি সেচ	সমগ্র উপজেলা	হাজার হাজার কৃষক এ সব সমস্যা মোকাবেলা করছে।	সচেতনতা, জ্ঞান ও প্রশিক্ষনের অভাব।	সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষন চলমান আছে ।	৭০০০ জন কৃষক সচেতন হবে এবং পরিকল্পিত সেচ ও নিরাপদ ও অধিকতর খাদ্য উৎপাদনে সক্ষম হবে।	কৃষি অফিসকে নিয়মিত তত্ত্বাবধান করতে হবে

	হিসেবে ব্যবহার, কৃষি উপকরণ (বীজ, সার ও কীৎনাশক) এর অদক্ষ ব্যবহার। বাড়ির আঙিনা ও পতিত জমিতে ফসল/সবজি উৎপাদন কম।						
মৎস্য	মাছ চাষে পানির গুনগত মান বজায় না রাখা, সঠিক খাদ্য ব্যবস্থাপনার অভাব ও বাজারজাতকরণে চ্যানেলের দুর্বলতা	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	হাজার হাজার চাষী এ সমস্যা সমুহ মোকাবেলা করছে।	সচেতনতা, জ্ঞান ও প্রশিক্ষনের অভাব।	চাষী পর্যায়ে সচেতনতামূলক সভা, প্রশিক্ষন ও প্রদর্শনী চলমান আছে।	৩০০ জন চাষী সচেতন হবে এবং পানির গুনগত মান বজায় রেখে মৎস্য উৎপাদনে সক্ষম হবে।	মৎস্য অফিসকে নিয়মিত তত্ত্বাবধান করতে হবে।
	গ্রীষ্মকালে মৎস্য চাষিরা মাছ উৎপাদন করতে পারছে না ।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	৪৫০ জন মৎস্য চাষী।	• পুকুরগুলো যথেষ্ট পরিমানে গভীর না হওয়াতে গ্রীষ্মকালে উপজেলার অধিকাংশ পুকুর শুকিয়ে যায় এবং পানির অভাবে মাছ চাষ ব্যাহত হয়। • ভূগর্ভস্থ্য পানির যথেচ্ছা ব্যবহারের ফলে ভূগর্ভস্থ্য পানির গভীরতা কমে যাচ্ছে।	ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্য চাষ ও প্রযুক্তি সেবা বিষয়ে মৎস্য চাষীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।	• মৎস্য চাষীগণ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। • মানুষের প্রয়োজনীয় পুষ্টির ঘাটতি হবে।	১। মৎস্য চাষীর স্বল্প মেয়াদী মাছ চাষের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে । ২। ৩৫৬০ জন মৎস্য চাষির মাঝে দল ভিত্তিক বিভিন্ন উপকরণ (এরেটর, পিলেট মেশিন, জাল, পাম্প ইত্যাদি) প্রদান করা যেতে পারে।
মহিলা ও শিশু	বাল্য বিবাহ, নারী ও শিশু নির্যাতন।	সমগ্র উপজেলা	মহিলা ও শিশুরা এ সমস্যায় আছে।	সচেতনতা, নিরাপত্তা ও আইনি প্রয়োগের অভাব।	মহিলা ও শিশুদের মাঝে সচেতনতামূলক সভা, নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ও আইনের কঠোর প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।	১৫০০ মহিলা ও শিশু এর সুফল পাবে।	মহিলা বিষয়ক কার্যালয়কে উদ্দোগ নিতে হবে।
	উপজেলার হতদরিদ্র, বিধাব, প্রতিবন্ধী, তালাক প্রাপ্ত, স্বামী পরিত্যাক্তা	উপজেলার সকল ইউনিয়ন।	আনুমানিক ৭০০০ জন নারী	১। প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও শিক্ষার অভাব।	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত "মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র" ও "উপজেলা পর্যায়ে	নারীরা কর্মসংস্থানের সুযোগ হতে বঞ্চিত হবেন। আর্থিক নিরাপত্তা ঝুঁকিতে পড়বে।	• নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষনের

	নারীদের কর্মসংস্থানের অভাব রয়েছে।			২। দারিদ্রতার কারনে নারীরা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হতে প্রশিক্ষণ নিতে পারেন না।	মহিলাদের আয়বর্ধক প্রশিক্ষন প্রকল্প" চলমান আছে।		ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ● নারী উদ্যোক্তাদের তৈরি উপকরণ বাজারজাতকরণের লক্ষে জয়িতা মার্কেট স্থাপন। ● কিশোর কিশোরীদের বয়োসন্ধিকাল, মাদক, বাল্য বিবাহ ও ইভটিজিং সহ সামাজিক সম্প্রীতি বিষয়ক সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন আয়োজন ● নারীদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষে ফ্রীল্যান্সিং প্রশিক্ষণ

৫.৪ রুপকল্প

অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আধুনিক মান সম্মত শিক্ষা ও কারীগরী শিক্ষা,মান সম্মত স্বাস্থ্য ও কৃষি ভিত্তিক সেবা নিশ্চিতকরনের মাধ্যমে চান্দিনা উপজেলার জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়ন।

৫.৫ সেক্টর ভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারণ

নং	বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য	খাত	উদ্দেশ্য	বার্ষিক পরিমাপযোগ্য অভিষ্ট
১	পর্যাপ্ত বাজেটের ব্যবস্থা করা।	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	১। বাজেট বরাদ্ব বাড়ানোর প্রস্তাব করা ২। রাজস্ব আয় বাড়ানোর উদ্দোগ নেয়া	১। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হবে। ২। উপজেলাার আয় বাড়বে।
	ঠিকাদারদের কাজের দীর্ঘ সুত্রতা কমানো।		১। ঠিকাদারদের নিয়ে সচেতনতামূলক সভা করা। ২। নিয়মিত কাজের তদারকি করা।	১। সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। ২। কাজে গতি আসবে। ৩। সময়মত কাজ শেষ হবে।
	কাজের গুণগত মান বজায় রাখা।		১। কাজের গুণগত মানের উপর ঠিকাদার ও লেবারদের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা।	১। মান সম্পন্ন কাজ হবে ২। উৎসাহের সংগে কাজ করবে
২	সমন্বিত পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা।	জনস্বাস্থ্য, স্যানিটারী ও নিরাপদ পানি সরবরাহ	১। কমিউনিটি ভিত্তিক নিরাপদ পানির উৎস তৈরী করা।	১। সকল ইউনিয়নে একটি করে কমিউনিটি ভিত্তিক নিরাপদ পানির উৎস তৈরী হবে।
৩	শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার কমিয়ে আনা।	শিক্ষা	১। সচেতনতা বৃদ্ধি ২। বিদ্যালয়ে অভিভাবক সমাবেশ ৩। অভিভাবকদের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ	১। সকল ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি হবে। ২। ৫০০ আভিভাবক সমাবেশ হবে। ৩। ২৫০০ পরিবারে যোগাযোগ হবে।
৪	মাছ চাষে পানির গুনগত মান বজায় রেখে উত্তম মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা চর্চা	মৎস্য	১। প্রশিক্ষন ২। কীট বক্স বিতরণ ৩। ফলাফল প্রদর্শন	১। ২০০ জন চাষী ২। ৫০০ চাষী তার পুকুরের পানি পরীক্ষা করতে সক্ষম হবে ৩। ১০০ জন নতুন চাষী উদ্বুদ্ধ হবে
	মাছের সুষম বৃদ্ধি নিশ্চিত করা		১। প্রশিক্ষন ২। ফলাফল প্রদর্শন	১। ১৫০ জন চাষী প্রশিক্ষন পাবে ২। ১২০ জন চাষী উপকৃত হবে
	বাজার ব্যস্থাপনা উন্নত করা		১। প্রশিক্ষনের মাধ্যমে সমবায়ী ধ্যান ধারনা তৈরী করা ২। সমবায় ভিত্তিক পরিবহন ও ল্যন্ডিং ব্যবস্থা চালুকরণ	১। ৬০০ জন চাষী উপকৃত হবে। ২। ৬০০ জন চাষী উপকৃত হবে।
৫	নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, পরিকল্পিত সেচ ব্যবস্থাপনা চালু, কীট নাশকের ব্যবহার কমানো	কৃষি ও সেচ	১। সচেতনতা বৃদ্ধিতে কৃষক প্রশিক্ষণ ১৫ ব্যাচ (প্রতি ব্যাচে ৩০ জন কৃষক) ২। পোকা মাকড় দমনে জৈবিক ও যান্ত্রিক দমন ব্যবহার ৩। কৃষকদের মাঝে প্রদর্শনী উপকরণ বিতরণ।	১। বিষমুক্ত সবজি উৎপাদন ২। ৪৫০ জন কৃষক প্রশিক্ষিত হবে। ৩। প্রদর্শনী দেখে ২০০০ জন কৃষক সচেতন হবে।
৬	বাল্য বিবাহের হার কমিয়ে আনা	মহিলা ও শিশু	১। সচেতনতামূলক উঠান বৈাক ২। বিদ্যালয় পর্যায়ে বিগ্রেড গঠন ৩। আইনী সহায়তা দেয়া	১। ১,২০০জন উপকৃত হবে ২। ৫০ টি স্কুলে ব্রিগেড গঠিত হবে। ৩। ২০ জন সহায়তা পাবে
	নারী ও শিশু নির্যাতনের হার কমিয়ে আনা		১। সচেতনতামূলক উঠান বৈাক ২। অভিযোগ গ্রহন ও নিষ্পত্তিকরন ৩। আইনী সহায়তা	১। ১০০ টি উঠান বৈাক ২। ২৪টি অভিযোগ নিষ্পত্তি ৩। ৮ জনকে আইনী সহায়তা

ষষ্ঠ অধ্যায়
উন্নয়ন কার্যক্রম

৬.১ উপজেলা পরিষদ ও দপ্তর ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম

জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা জেলা/ (উপজেলা/ ইউনিয়নের নাম)	প্রকল্পের মেয়াদ
আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়	একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্পের লক্ষ্য হলো নিজস্ব পুজি বব্যবস্থাপনায় প্রান্তিক পর্যায়ে স্থানীয় প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে দরীদ্র জনগোষ্ঠির জীবিকায়ন নিশ্চিত কওে দারিদ্র নিরসন ও টেকসই উন্নয়ন।১ লক্ষ গ্রাম সমিতি গঠনের মাধ্যমে ৬০ লক্ষ দরিদ্র পরিবারকে এর সুবিধা দেয়া হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৪ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত
আশ্রায়ন প্রকল্প	সমাজ কল্যাণ	দেশের ভুমিহীন দরীদ্র পরিবারকে আশ্রয় দেয়া ও তাদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের সুযোগ করে দেয়াই এ প্রকল্পের লক্ষ্য। লাকসাম উপজেলা এ পর্যন্ত ৬টি আশ্রায়ন প্রকল্পের মাধ্যমে আশ্রয়হীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।	৬ টি ইউনিয়ন	চলমান
এলজিএসপি	জাতীয় প্রকল্প	ইউনিয়ন সমুহের গভর্নেন্স এবং অবকাঠামো উন্নয়ন করা এ প্রকল্পের অন্যতম কাজ।	দেশের সকল ইউনিয়ন	চলমান
ইউজিডিপি প্রকল্প	জাতীয় প্রকল্প	জাইকার অর্থায়নে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর অধীন স্থানীয় সরকার বিভাগ এর আওতায় উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্পটি সারা বাংলাদেশে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো উপজেলা পরিষদের শাসন ও পরিচালন পদ্ধতি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করা এবং সরকারী সেবা সমুহ জনগনের দোর গোড়ায় পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা । পাশাপাশি উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মকান্ডে তহবিল হস্তান্তর। যার ফলে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী হবে।	দেশের সকল উপজেলা	ডিসেম্বর, ২০১৬ হইতে ডিসেম্বর ২০২৫।

৬.২ বিভিন্ন দপ্তরের উন্নয়ন কার্যক্রম (সামাজিক নিরাপত্তা)

উপজেলা শিক্ষা অফিস

উপবৃত্তি প্রকল্প

সুবিধাভোগী শিক্ষার্থী			সুবিধাভোগী পরিবার				মোট
বালক	বালিকা	মোট	১ম সন্তান	২য় সন্তান	৩য় সন্তান	৪র্থ সন্তান	
৯৪০৭	১১১৯৭	২০৬০৪	২২৮২৫	৮২৫	১৪২	০	২৩৭৯২

চলমান প্রকল্পঃ

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	পরিমাণ	অগ্রগতী
০১	টিফিন বক্স বিতরণ প্রকল্প	ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা-	টিফিন বক্স বিতরণ- ০
০২	শহীদ মিনার নির্মান প্রকল্প	বিদ্যালয় সংখ্যা-	০ টি
০৩	স্লিপ প্রকল্প	বিদ্যালয় সংখ্যা-	১২৫ টি

সমাজসেবা

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীঃ

নং	বিবরণ	ভাতাভোগীর সংখ্যা		মোট
		নিয়মিত	২০২২-২৩ অতিরিক্ত	
১	বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা	৯৮৯৫ জন	--	৯৮৯৫ জন
২	বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতাভোগীর সংখ্যা	৩৩২৮ জন	--	৩৩২৮ জন
৩	অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর সংখ্যা	৫৭৫৪ জন	-	৫৭৫৪ জন
৪	মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতাভোগীর সংখ্যা	১৩৭ জন	--	১৩৭ জন
৫	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির সংখ্যা	৮৫ জন	--	৮৫ জন
৬	হিজড়া ভাতা	০৪ জন	--	০৪ জন
৭	দলিত/হরিজন/বেদে সম্প্রদায়	৪৬ জন	--	৪৬ জন

আর এস,এস কার্যক্রম ঃ

ক্রঃ নং	খাতের নাম	প্রাপ্ত বরাদ্ধ	বিনিয়োগকৃত অর্থ	আদায় যোগ্য অর্থ	আদায়কৃত অর্থ	অনাদায়ী অর্থ	আদায়ের হার
১	রাজস্ব তহবিল	২২৯০০০	১২৯০০০	১৪১৯০০	৬৫৪৫০	৭৬৪৫০	৪৬%
২	ইউনিসেফ তহবিল	--	--	--	--	--	--
৩	বিশেষ তহবিল	৪০৬০০০	৩৯৬০০০	৪৩৫৬০০	৩১১৮৭০	১২৩৭৩০	৭২%
৪	উন্নয়ন ৫ম পর্ব	৪৬৪০০০	৫৭৪০০০	৬৩১৪০০	৪৭৪০৪০	১৫৭৩৬০	৭৫%
৫	উন্নয়ন ৬ষ্ঠ	৮৯৫০০০	৫৯৫০০০	৬৫৪৫০০	৪৪৭৪০০	২০৭১০০	৬৮%
৬	সুদমুক্ত ঋণ তহবিল	৮০৪৬০০০	৯০৪৬০০০	৯৯৫০৬০০	৫৬২৬৩০৫	৪৩২৪২৯৫	৫৬%
সর্বমোট		**১০৭৪০০০০**	**১০৭৪০০০০**	**১১৮১৪০০০**	**৬৯২৫০৬৫**	**৪৮৮৮৯৩৫**	**৫৮%**

দগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের পূনবার্সন কার্যক্রমঃ

ক্রঃ নং	খাতের নাম	প্রাপ্ত বরাদ্ধ	বিনিয়োগকৃত অর্থ	আদায় যোগ্য অর্থ	আদায়কৃত অর্থ	অনাদায়ী অর্থ	আদায়ের হার
১	এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের পুনবার্সন ঋণ কার্যক্রম	১৪৩৭৮৭৭	১৪৪৪৪০৮	১৫৪৩৮৫৩	১৫২৮৭৭৮	১৫০৭৫	৯৯%

বিআরডিবি

ঋণ কার্যক্রম (লক্ষ টাকায়) ঃ-

ক্রঃ নং	বিবরণ	প্রাপ্ত তহবিল	ঋণ বিতরণ	আদায় যোগ্য	আদায়	আদায়ের হার%	খেলাপী/বকেয়া
০১	ব্যাংক ঋণ (সেচ)	০	৪৪	০	৪৪	১	০
০২	শস্য ঋণ	০	৪০৪.৭৭	২.৩৬	৪০২.৪১	০.৯৯	২.৩৬
০৩	আবর্তক	৬৬.৫৪	৫৬৫.৩৪	৩২.২২	৪৮৯.৭২	০.৮৭	২০.৫৯
০৪	সদাবিক	৩০.০৫	১৬২.২	২৩.৮৭	১৩৮.৩৩	০.৮৫	২৩.৮৭
০৫	পল্লী প্রগতি	২১.৫৩	৮৬.৭২	১৯.৪৯	৬৭.০৩	০.৭৭	১৯.৬৯
০৬	মুক্তিযোদ্ধা	১১.১৭	২৭.৪৫	৭.৯১	১৯.২৫	০.৭	৭.৪৫
০৭	পদাবিক	১২৭.৪	৮৩২.২৪	১০৪.৮৯	৭২৭.৮৮	০.৮৭	৯৫.৬২
০৮	আরপিপি	০	১৪.০৬	১.৩৭	১২.৬৯	০.৯	১.৩৭
০৯	গুচ্ছগ্রাম	২১.৫৮	৩১.৫১	১১.৪৪	২০.২৪	০.৬৪	১১.২৭
১০	প্রনোদনা	২৭.৫	২৭.৫	৩.৪৫	৬.৬৫	০.২৪	০
মোট		৩০৫.৭৭	২১৯৫.৭৯	২০৭	১৯২৮.২	০.৮৮	১৮২.২২

মহিলা বিষয়ক কার্যালয়

মহিলাদের আত্ন-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণঃ

১. এ পর্যন্ত মোট তহবিল = ৯,১৩,৫৬৬/-
২. ঘূর্ণায়মান তহবিল = ৫৩,৭০,০০০/-
৩. মোট ঋণ গ্রহীতা = ৩৯৭জন

বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ ঃ

১. বাল্য বিবাহ প্রতিরোধের উপর জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে উঠান বৈাক ঃ ৩৬ টি।
২. বাল্য বিবাহ প্রতিরোধের সংখ্যাঃ ০৯ টি।

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ ঃ

১.	উঠান বৈাক	ঃ ৩৬ টি।
২.	অভিযোগ প্রাপ্তির সংখ্যা	ঃ ০৭ টি।
৩.	মিমাংসার সংখ্যা	ঃ ০৭ টি।
৪.	আইনী সহায়তার সংখ্যা	ঃ ০৫টি।

ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (বিডব্লিউবি)ঃ ২০২১-২০২২ চক্র

ভালনারেবল গ্রুপ ডেভলপমেন্ট (ভিজিডি)

মোট উপকারভোগীর সংখ্যা প্রতি ২ বৎসর অন্তর অন্তর = ১৫৮৩ জন (মে'২০২২ মাসে ০১ জন মারা গেছেন)

৬.৩ উপজেলা পরিষদ ও দপ্তর ভিত্তিক উন্নয়ন প্রস্তাব ও পরিকল্পনা

প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ (অর্থ বছর ২০২৫-২০২৬)

পরিচিতি ট্যাগ	প্রকল্পের বিবরণ					অবস্থান	বাস্তবায়নের সময়সূচি			বিনিয়োগ		পরিবীক্ষণ
	শিরোনাম	বিবরণ	অভীষ্ট/ পরিমান	প্রত্যাশিত উপকারভোগী (নারী/পুরুষ/প্রতিবন্ধী)	খাত		আরম্ভের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	বাস্তবায়নকারি সংস্থা	প্রাক্কলিত বাজেট	তহবিলের উৎস	
উপজেলা পরিষদ												
১	বীরগঞ্জ উপজেলায় জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সেমিনার,প্রচার প্রচারণা,রেজিষ্টার ক্রয় ও আনুষঙ্গিক ব্যয়।	মানব সম্পদ উন্নয়ন			মানব সম্পদ	বীরগঞ্জ উপজেলা	১ আগষ্ট, ২০২৫	৩০ জুন, ২০২৬	এলজিইডি	২,০০,০০০/-	উপজেলা উন্নয়ন তহবিল	উপজেলা পরিষদ
২	বীরগঞ্জ উপজেলাধীন বিভিন্ন ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে চিকিৎসা সরঞ্জামাদি সরবরাহ।	গরীব মানুষের সুচিকিৎসা নিশ্চিত হবে।			স্বাস্থ্য শিক্ষা	বীরগঞ্জ উপজেলা	১ আগষ্ট, ২০২৫	৩০ জুন, ২০২৬	এলজিইডি	২,০০,০০০/-	উপজেলা উন্নয়ন তহবিল	উপজেলা পরিষদ
৩	বীরগঞ্জ উপজেলার গরিব নারীদের মাঝে স্যানেটারী ন্যাপকিন বিতরণ।	কিশোরীদের বয়োসন্ধীকালীন ব্যাক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যা নিশ্চিত হবে।			স্বাস্থ্য শিক্ষা	বীরগঞ্জ উপজেলা	১ আগষ্ট, ২০২৫	৩০ জুন, ২০২৬	এলজিইডি	২,০০,০০০/-	উপজেলা উন্নয়ন তহবিল	উপজেলা পরিষদ
৪	বীরগঞ্জ উপজেলায় স্কাউটিং এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য বিধি সংরক্ষণ, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, এবং করোনা সচেতনামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করণ।	সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার্থীদের আধুনিক প্রযুক্তিগত শিক্ষার উন্নয়ন ঘটবে।			স্বাস্থ্য শিক্ষা	বীরগঞ্জ উপজেলা	১ আগষ্ট, ২০২৫	৩০ জুন, ২০২৬	এলজিইডি	২,০০,০০০/-	উপজেলা উন্নয়ন তহবিল	উপজেলা পরিষদ
৫	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় ফুটবল টুর্নামেন্ট,বালক (অনুর্ধ্ব-১৭) ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট,বালিকা (অনুর্ধ্ব-১৭)২০২১ আয়োজন।	খেলাধুলার উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা লাগবে।			যুব ও ক্রীড়া	বীরগঞ্জ উপজেলা	১ আগষ্ট, ২০২৫	৩০ জুন, ২০২৬	এলজিইডি	২,০০,০০০/-	উপজেলা উন্নয়ন তহবিল	
	বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য সঙ্গীত বিষয়ক উপকরণ সরবরাহ।	সাংস্কৃতিক বিষয়ক উন্নয়ন			শিক্ষা	বীরগঞ্জ উপজেলা	১ আগষ্ট	৩০ জুন,	এলজিইডি	২,০০,০০০/-	উপজেলা উন্নয়ন তহবিল	

পরিচিতি ট্যাগ	প্রকল্পের বিবরণ					অবস্থান	বাস্তবায়নের সময়সূচি			বিনিয়োগ		পরিবীক্ষণ
	শিরোনাম	বিবরণ	অভীষ্ট/ পরিমান	প্রত্যাশিত উপকারভোগী (নারী/পুরুষ/প্রতি বন্ধী)	খাত		আরম্ভের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	বাস্তবায়নকারি সংস্থা	প্রাক্কলিত বাজেট	তহবিলের উৎস	
৬	পার্বতী বিল সংলগ্ন প্লাবন ভূমিতে রুই জাতীয় পোনামাছ অবমুক্ত করণ।	পোনা মাছ অবমুক্ত করন।			মৎস্য	বীরগঞ্জ উপজেলা	১ আগষ্ট	৩০ জুন,	এলজিইডি	১,০০,০০০/-	উপজেলা উন্নয়ন তহবিল	
৭	বীরগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন সরকারি দপ্তর প্রতিষ্ঠান এবং মাধ্যামিক বিদ্যালয়ে আর্সেনিক মুক্ত পানি বিশুদ্ধ করণ মেশিন সরবরাহ।	বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে			জনস্বাস্থ্য	বীরগঞ্জ উপজেলা	১ আগষ্ট, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	এলজিইডি	২,০০,০০০/-	উপজেলা উন্নয়ন তহবিল	
৮	বীরগঞ্জ উপজেলায় বিভিন্ন ইউনিয়নে বসত বাড়ির আঙ্গিনায় সবজী উৎপাদনের জন্য কৃষকদের মাঝে বিভিন্ন ধরনের সবজী বীজ বিতরণ।	বাংলাদেশের সবজির ঘাটতি পূরনের লক্ষ্যে বীজ বিতরণ।			কৃষি	বীরগঞ্জ উপজেলা	১ আগষ্ট, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	এলজিইডি	২,০০,০০০/-	উপজেলা উন্নয়ন তহবিল	
৯	বীরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি রোগীদের থাকার জন্য বেড সরবরাহ।	হাসপাতালের রোগীদের সেবা করার লক্ষ্যে বেড বিতরণ।			স্বাস্থ্য	বীরগঞ্জ উপজেলা	১ আগষ্ট, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	এলজিইডি	২,০০,০০০/-	উপজেলা উন্নয়ন তহবিল	
১০	বীরগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচুঁ-নিচু বেঞ্চ সরবরাহ।	বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের বসার সুবিধার্তে বেঞ্চ সরবরাহ।			শিক্ষা	বীরগঞ্জ উপজেলা	১ আগষ্ট, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	এলজিইডি	১,৬৭,০০০/-	উপজেলা উন্নয়ন তহবিল	
১১	বীরগঞ্জ উপজেলার দুঃস্থ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ।	দরিদ্র মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান			মানব সম্পদ	বীরগঞ্জ উপজেলা	১ আগষ্ট	৩০ জুন,	এলজিইডি	২,০০,০০০/-	উপজেলা উন্নয়ন তহবিল	
১২	জব্বাড়বাড়ী জামে মসজিদের সামনে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য পাকা ঘাটলা নির্মাণ।	জনসাধারণের গোসল ও পানি ব্যবহারের সুবিধা			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	বীরগঞ্জ উপজেলা	১ আগষ্ট, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	এলজিইডি	২,০০,০০০/-	উপজেলা উন্নয়ন তহবিল	
১৩	রমজান মেম্বার বাড়ির পুকুরে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য পাকা ঘাটলা নির্মাণ।	জনসাধারণের গোসল ও পানি ব্যবহারের সুবিধা			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	বীরগঞ্জ উপজেলা	১ আগষ্ট, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	এলজিইডি	২,০০,০০০/-	উপজেলা উন্নয়ন তহবিল	
১৪	জব্বার মুন্সির বাড়ির পুকুরে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য পাকা ঘাটলা নির্মাণ।	জনসাধারণের গোসল ও পানি ব্যবহারের সুবিধা			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	বীরগঞ্জ উপজেলা	১ আগষ্ট, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	এলজিইডি	২,০০,০০০/-	উপজেলা উন্নয়ন তহবিল	
১৫	বড় কালা সোনামিয়া হাজি বাড়ির পাকা রাস্তা হইতে খন্দকার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি	জনসাধারন চলাচলে সুবিধা			যোগাযোগ ও ভৌত	বীরগঞ্জ উপজেলা	১ আগষ্ট	৩০ জুন,	এলজিইডি	১,৫০,০০০/-	উপজেলা উন্নয়ন তহবিল	

পরিচিতি ট্যাগ	প্রকল্পের বিবরণ					অবস্থান	বাস্তবায়নের সময়সূচি			বিনিয়োগ		পরিবীক্ষণ
	শিরোনাম	বিবরণ	অভীষ্ট/ পরিমান	প্রত্যাশিত উপকারভোগী (নারী/পূরুষ/প্রতি বন্ধী)	খাত		আরম্ভের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	বাস্তবায়নকারি সংস্থা	প্রাক্কলিত বাজেট	তহবিলের উৎস	
	করণ।				অবকাঠামো							
১৬	শীতলাই শ্মশান এর গাইড ওয়াল নির্মাণ।	শ্মশান ভঙ্গন প্রতিরোধ			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	বীরগঞ্জ উপজেলা	১ আগষ্ট,	৩০ জুন, ২০২	এলজিইডি	২,০০,০০০/-	উপজেলা উন্নয়ন তহবিল	
১৭	পরচঙ্গা পাকা রাস্তা হতে দুলগাজী বাড়ির ঘাটলা পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ।	জনসাধারন চলাচলে সুবিধা			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	বীরগঞ্জ উপজেলা	১ আগষ্ট,	৩০ জুন, ২০২	এলজিইডি	২,০০,০০০/-	উপজেলা উন্নয়ন তহবিল	
১৮	হোসেনপুর সিদ্দিক মিয়ার বাড়ির নিকট রাস্তা রক্ষার্থে জোড়া পুকুরে গাইড ওয়াল নির্মাণ।	পুকুরের ভাঙ্গন প্রতিরোধ			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	বীরগঞ্জ উপজেলা	১ আগষ্ট,	৩০ জুন, ২০২	এলজিইডি	৪,৮৪,০০০/-	উপজেলা উন্নয়ন তহবিল	
১৯	কেগলা হোসেন হুজুরের বাড়ির নিকট রাস্তা রক্ষার্থে জোড়া পুকুরে গাইড ওয়াল নির্মাণ।	পুকুরের ভাঙ্গন প্রতিরোধ			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	বীরগঞ্জ উপজেলা	১ আগষ্ট,	৩০ জুন, ২০২	এলজিইডি	৪,৮৪,০০০/-	উপজেলা উন্নয়ন তহবিল	
২০	বীরগঞ্জ উপজেলার দরিদ্র মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ।	দরিদ্র মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান			মানব সম্পদ	বীরগঞ্জ উপজেলা	১ আগষ্ট	৩০ জুন,	এলজিইডি	২,০০,০০০/-	উপজেলা উন্নয়ন তহবিল	
২১	সফিকুল মাষ্টার বাড়ির পার্শ্বে নদীর পাড়ে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য পাকা ঘাটলা নির্মাণ।	জনসাধারণের গোসল ও পানি ব্যবহারের সুবিধা			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	বীরগঞ্জ উপজেলা	১ আগষ্ট, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	এলজিইডি	২,০০,০০০/-	উপজেলা উন্নয়ন তহবিল	
২২	বীরগঞ্জ উপজেলার দরিদ্র মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ।	দরিদ্র মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান			মানব সম্পদ	বীরগঞ্জ উপজেলা	১ আগষ্ট	৩০ জুন,	এলজিইডি	২,০০,০০০/-	উপজেলা উন্নয়ন তহবিল	
২৩	নাওতলা ব্রীজের পার্শ্বে নদীর পাড়ে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য পাকা ঘাটলা নির্মাণ।	জনসাধারণের গোসল ও পানি ব্যবহারের সুবিধা			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	বীরগঞ্জ উপজেলা	১ আগষ্ট, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	এলজিইডি	২,৫০,০০০/-	উপজেলা উন্নয়ন তহবিল	
২৪	উপজেলা শিল্পকলা একাডেমি মেরামত।	উপজেলা শিল্পকলা একাডেমী উন্নয়ন			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	বীরগঞ্জ উপজেলা	১ আগষ্ট,	৩০ জুন, ২০২	এলজিইডি	১০,০০,০০০/-	উপজেলা উন্নয়ন তহবিল	
২৫	শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম সংস্কার।	স্টেডিয়াম উন্নয়ন			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	বীরগঞ্জ উপজেলা	১ আগষ্ট,	৩০ জুন, ২০২	এলজিইডি	২,০০,০০০/-	উপজেলা উন্নয়ন তহবিল	
২৬	রোবটিক্স ও প্রোগ্রামিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ।	শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়ন			শিক্ষা	বীরগঞ্জ উপজেলা	১ আগষ্ট	৩০ জুন,	এলজিইডি	২,০০,০০০/-	উপজেলা উন্নয়ন তহবিল	
২৭	ফ্রিল্যান্সিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ।	শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়ন			শিক্ষা	বীরগঞ্জ উপজেলা	১ আগষ্ট	৩০ জুন,	এলজিইডি	২,০০,০০০/-	উপজেলা উন্নয়ন তহবিল	

পরিচিতি ট্যাগ	প্রকল্পের বিবরণ					অবস্থান	বাস্তবায়নের সময়সূচি			বিনিয়োগ		পরিবীক্ষণ
	শিরোনাম	বিবরণ	অভীষ্ট/ পরিমান	প্রত্যাশিত উপকারভোগী (নারী/পুরুষ/প্রতি বন্ধী)	খাত		আরম্ভের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	বাস্তবায়নকারি সংস্থা	প্রাক্কলিত বাজেট	তহবিলের উৎস	
১নং শিবরামপুর ইউনিয়ন পরিষদ												
২৮	মুরারীপুর পাকা রাস্তার পার্শ্বে আড়াই ফকিরের মাজার সংলগ্ন রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ ।	ইউনিয়নের সকল জনগণের চলাচলের সুবিধা হবে।			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	১নং শিবরামপুর	১ আগষ্ট, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	এলজিইডি	২,৫০,০০০.০০	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
২৯	নুরপুর তাজির মেম্বার বাড়ির গভীর নলকুপের জন্য পাকা ড্রেন নির্মাণ।	কৃষি ও উন্নয়ন			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	১নং শিবরামপুর	১ আগষ্ট ,	৩০ জুন, ২০২	এলজিইডি	২,০০,০০০.০০	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
৩০	শিবরামপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে দুঃস্থ মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ ।	কর্মসংস্থান সৃষ্টি			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	১নং শিবরামপুর	১ আগষ্ট, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	এলজিইডি	২,০০,০০০.০০	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
৩১	শিবরামপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে টিউবওয়েল স্থাপন।	সুপেয় পানির প্রাপ্তি			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	১নং শিবরামপুর	১ আগষ্ট ,	৩০ জুন, ২০২	এলজিইডি	৩,০০,০০০.০০	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
৩২	মুরারীপুর বাড়ি হতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ।	ইউনিয়নের সকল জনগণের চলাচলের সুবিধা হবে।			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	১নং শিবরামপুর	১ আগষ্ট, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	এলজিইডি	২,৫০,০০০.০০	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
৩৩	শিবরামপুর কৃষ্ণপুর ফজলু মিয়ার বাড়ি হইতে লতিফ মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ।	যোগাযোগ উন্নয়ন			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	১নং শিবরামপুর	১ আগষ্ট, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	এলজিইডি	২,০০,০০০.০০	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
৩৪	শিবরামপুর মিজানের বাড়িতে জনসাধারনের ব্যবহারের জন্য পাকা ঘাটলা নির্মাণ ।	পুকুর ও রাস্তা সুরক্ষিত হবে এবং জনগণের চলাচলে সুবিধা হবে।			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	১নং শিবরামপুর	১ আগষ্ট, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	এলজিইডি	২,০০,০০০.০০	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
৩৫	শিবরামপুর ইউনিয়ন পাঠাগারে চেয়ার ও টেবিল সরবরাহ।	ইউনিয়নের সকল জনগণের চলাচলের সুবিধা হবে।			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	১নং শিবরামপুর	১ আগষ্ট, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	এলজিইডি	২,০০,০০০.০০	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
৩৬	শালিকা আশ্রয়ন প্রকল্পের ঘর সমূহের মেরামত করন।	আশ্রয়ন প্রকল্পের মানুষদের সুবিধার জন্য বিভিন্ন মেরামত			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	১নং শিবরামপুর	১ আগষ্ট, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	এলজিইডি	২,৫০,০০০.০০	এডিপি	উপজেলা পরিষদ

পরিচিতি ট্যাগ	প্রকল্পের বিবরণ					অবস্থান	বাস্তবায়নের সময়সূচি			বিনিয়োগ		পরিবীক্ষণ
	শিরোনাম	বিবরণ	অভীষ্ট/ পরিমান	প্রত্যাশিত উপকারভোগী (নারী/পুরুষ/প্রতি বন্ধী)	খাত		আরম্ভের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	বাস্তবায়নকারি সংস্থা	প্রাক্কলিত বাজেট	তহবিলের উৎস	
২নং পলাশবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ												
৩৭	পলাশবাড়ী ইউপির দুঃস্থ মহিলাদের কর্মসংস্থানের জন্য বিনা মূল্যে সেলাই মেশিন বিতরণ।	ইউনিয়নের দরিদ্র মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে।			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	২নং পলাশবাড়ী	১ আগষ্ট, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	এলজিইডি	১,০০,০০০.০০	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
৩৮	মোহনপুর মতিন মিয়ার বাড়ি হতে মসজিদ পর্যন্ত পাকা রাস্তা মেরামত।	ইউনিয়নের সকল জনগণের চলাচলের সুবিধা হবে।			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	২নং পলাশবাড়ী	১ আগষ্ট, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	এলজিইডি	১,০০,০০০.০০	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
৩৯	বাতাঘাসি পাকা রাস্তা হতে কাবিল মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ।	ইউনিয়নের সকল জনগণের চলাচলের সুবিধা হবে।			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	২নং পলাশবাড়ী	১ আগষ্ট, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	এলজিইডি	১,০০,০০০.০০	এডিপি	
৩নং শতগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ												
৩২	মাধাইয়া বাজারের সিএনজি ষ্টেশন হতে মাধাইয়া বাজার জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা আর সি সি করণ।	সাধারণ জনগণের চলাচলের সুবিধা হবে।			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	**৩নং শতগ্রাম**	১ আগষ্ট, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	এলজিইডি	৬,৪০,০০০/-	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
৩৩	মাধাইয়া ইউনিয়নের রুস্তম মেম্বারের বাড়ি সংলগ্ন পুকুরে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য পাকা ঘাটলা নির্মাণ।	সাধারণ জনগণের গোসল ও দৈনন্দিন কাজে সুবিধা হবে।			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	৩নং শতগ্রাম	১ আগষ্ট, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	এলজিইডি	২,০০,০০০/-	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
৩৪	মুরাদপুর পাকা রাস্তা হতে মালু মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সি সি করণ।	সাধারণ জনগণের চলাচলের সুবিধা হবে।			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	৩নং শতগ্রাম	১ আগষ্ট, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	এলজিইডি	২,০০,০০০/-	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
৩৫	মাধাইয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন।	জলাবদ্ধতা হ্রাস পাবে এবং পানি নিষ্কাসন নিশ্চিত হবে।			জনস্বাস্থ্য	৩নং শতগ্রাম	১ আগষ্ট, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	এলজিইডি	১,৬০,০০০/-	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
০৪নং পাল্টাপুর ইউনিয়ন পরিষদ												
৪৬	মহিচাইল সমিরের বাড়ীর সংলগ্ন রবি টাওয়ারের পশ্চিম পার্শ্বে কৃষ্ণার	ইউনিয়নের সকল জনগণের চলাচলের			যোগাযোগ ও ভৌত	০৪নং পাল্টাপুর	১ আগষ্ট,	৩০ জুন,	এলজিইডি	১,৬০,০০০/-	এডিপি	উপজেলা পরিষদ

পরিচিতি ট্যাগ	প্রকল্পের বিবরণ					অবস্থান	বাস্তবায়নের সময়সূচি			বিনিয়োগ		পরিবীক্ষণ
	শিরোনাম	বিবরণ	অভীষ্ট/ পরিমান	প্রত্যাশিত উপকারভোগী (নারী/পুরুষ/প্রতি বন্ধী)	খাত		আরম্ভের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	বাস্তবায়নকারি সংস্থা	প্রাক্কলিত বাজেট	তহবিলের উৎস	
	পুকুরের রিটানিং ওয়াল নির্মাণ।	সুবিধা হবে।			অবকাঠামো							
৪৭	ঘাটিগড়া জয়নাল মিয়ার বাড়ী হতে পদুয়া আইয়ুব আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ।	ইউনিয়নের সকল জনগণের চলাচলের সুবিধা হবে।			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	০৪নং পাল্টাপুর	১ আগষ্ট, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	এলজিইডি	৫,৪০,০০০/-	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
৪৮	পাল্টাপুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন সংস্কার	ইউনিয়নের সঠিক সেবা ও সুবিধা হবে।			যোগাঃ ও ভৌত অবঃ	০৪নং পাল্টাপুর	১ আগ, ২	৩০ জুন,	এলজিইডি	২,০০,০০০/-	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
৪৯	অম্বরপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।	শিক্ষার উন্নয়ন			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	০৪নং পাল্টাপুর	১ আগষ্ট,	৩০ জুন, ২০২	এলজিইডি	২,০০,০০০/-	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
৫০	হোসেনপুর মেইনরোড হইতে মুরাদ মিয়ার বাড়ী হইয়া হাজী আব্দুল বারেকের বাড়ী পর্যন্ত ইটের সলিং করন।	ইউনিয়নের সকল জনগণের চলাচলের সুবিধা হবে।			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	০৪নং পাল্টাপুর	১ আগষ্ট, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	এলজিইডি	২,০০,০০০/-	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
০৫নং সুজালপুর ইউনিয়ন পরিষদ												
৫১	সুজালপুর স্কুল এন্ড কলেজ এর গেইট নির্মাণ।	শিক্ষার উন্নয়ন			শিক্ষা	০৫নং সুজালপুর	১ আগ, ২	৩০ জুন, ২০	এলজিইডি	৪,০০,০০০/-	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
৫২	সুজালপুর জামে মসজিদের পার্শ্বে রিটানিং ওয়াল।	জনসাধারনের চলাচলে সুবিধা			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	০৫নং সুজালপুর	১ আগষ্ট,	৩০ জুন, ২০২	এলজিইডি	১,০০,০০০/-	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
৫৩	সাতবাড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পার্শ্বে প্যালাসাইডিং ওয়াল নির্মাণ	জনসাধারনের চলাচলে সুবিধা			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	০৫নং সুজালপুর	১ আগষ্ট,	৩০ জুন, ২০২	এলজিইডি	২,০০,০০০/-	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
৫৪	বাগমারা ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসায় গেইট নির্মাণ।	শিক্ষার উন্নয়ন			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	০৫নং সুজালপুর	১ আগষ্ট,	৩০ জুন, ২০২	এলজিইডি	১,৫০,০০০/-	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
৫৫	সুজালপুর ইউনিয়নের দরজা জানালা মেরামত।	ইউপি ভবন মেরামত			অবকাঠামো উন্নয়ন	০৫নং সুজালপুর	১ আগ, ২	৩০ জুন, ২০	এলজিইডি	৫০,০০০/-	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
৫৬	সুজালপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ।	ক্রীড়া উন্নয়ন			ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	০৫নং সুজালপুর	১ আগ, ২	৩০ জুন, ২০	এলজিইডি	১,৬০,০০০/-	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
৫৭	সুজালপুর ইউনিয়নের দুঃস্থ ও অসহায় মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন	দুঃস্থ অসহায় উন্নয়ন			নারী ও শিশু উন্নয়ন	০৫নং সুজালপুর	১ আগ, ২	৩০ জুন, ২০	এলজিইডি	১,৫৫,০০০/-	এডিপি	উপজেলা পরিষদ

পরিচিতি ট্যাগ	প্রকল্পের বিবরণ: শিরোনাম	বিবরণ	অভীষ্ট/ পরিমান	প্রত্যাশিত উপকারভোগী (নারী/পুরুষ/প্রতি বন্ধী)	খাত	অবস্থান	বাস্তবায়নের সময়সূচি: আরম্ভের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	বাস্তবায়নকারি সংস্থা	বিনিয়োগ: প্রাক্কলিত বাজেট	তহবিলের উৎস	পরিবীক্ষণ
	বিতরণ।											
	০৬নং নিজপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ											
৬৪	মুক্তিযোদ্ধা সাত্তার ভাইয়ের বাড়ীর পাশে জামে মসজিদের পাকা রাস্তা হতে সহিদ মিয়ার বাড়ীর পাকা রাস্তা ও রব মিয়ার বাড়ী হতে মনু মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত বিক্স সলিং করন।	ইউনিয়নের সকল জনগণের চলাচলের সুবিধা হবে।			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	০৬নং নিজপাড়া	১ আগস্ট, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	এলজিইডি	২,০০,০০০/-	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
৬৫	বাড়েরা পূর্বপাড়া বায়তুল মামুর জামে মসজিদে পাকা রাস্তা থেকে আমির হোসেন আমু ভাইয়ের বাড়ীর পাশের মসজিদ পর্যন্ত ব্রিক সলিং ও রিটানিং ওয়াল নির্মাণ।	ইউনিয়নের সকল জনগণের চলাচলের সুবিধা হবে।			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	০৬নং নিজপাড়া	১ আগস্ট, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	এলজিইডি	১,৬০,০০০/-	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
৬৬	ছাতড্ডা দক্ষিণ পাড়ার জব্বারের বাড়ির রাস্তায় খালেরর উপর কালভার্ট নির্মাণ।	জনগণের চলাচলে সুবিধা হবে।			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	০৬নং নিজপাড়া	১ আগস্ট, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	এলজিইডি	২,০০,০০০/-	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
৬৭	আলী হোসেনের বাড়ীর পাকা রাস্তা হতে আলবকস বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত ব্রিকস সলিং ও রিটানিং ওয়াল নির্মাণ।	ইউনিয়নের সকল জনগণের গোসল ও অন্যান্য সুবিধা হবে।			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	০৬নং নিজপাড়া	১ আগস্ট, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	এলজিইডি	১,০০,০০০/-	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
৬৮	বাড়েরা বাজার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ এর রাস্তার পূর্বপার্শ্বে পাবলিক টয়লেট নির্মাণ।	বাজারের জনগণের সুবিধা হবে।			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	০৬নং নিজপাড়া	১ আগস্ট, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	এলজিইডি	২,২০,০০০/-	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
	০৭নং মোহাম্মদপুর ইউনিয়ন পরিষদ											
৮৩	আলআমিন কিন্ডার গার্টেন হতে মুন্সি বাড়ী হয়ে চিলোড়ার রাস্তা পর্যন্ত সলিং করন।	ইউনিয়নের সকল জনগণের চলাচলে সুবিধা হবে।			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	৭নং মোহাম্মদপুর	১ আগস্ট, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	এলজিইডি	১,৬০,০০০/-	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
৮৪	মনু মিয়ার বাড়ী হতে মালী বাড়ীর রাস্তা পর্যন্ত সলিং করন।	ইউনিয়নের সকল জনগণের চলাচলের সুবিধা হবে।			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	৭নং মোহাম্মদপুর	১ আগস্ট, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	এলজিইডি	২,০০,০০০/-	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
৮৫	মোহাম্মদপুর ইউনিয়ন পরিষদের মেইন গেইট নির্মাণ।	ইউপি ভবন মেরামত ও উন্নয়ন			যোগাযোগ ও ভৌত	৭নং মোহাম্মদপুর	১ আগস্ট,	৩০ জুন,	এলজিইডি	২,০০,০০০/-	এডিপি	উপজেলা পরিষদ

পরিচিতি ট্যাগ	প্রকল্পের বিবরণ					অবস্থান	বাস্তবায়নের সময়সূচি			বিনিয়োগ		পরিবীক্ষণ
	শিরোনাম	বিবরণ	অভীষ্ট/ পরিমান	প্রত্যাশিত উপকারভোগী (নারী/পুরুষ/প্রতি বন্ধী)	খাত		আরম্ভের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	বাস্তবায়নকারি সংস্থা	প্রাক্কলিত বাজেট	তহবিলের উৎস	
					অবকাঠামো							
৮৬	মোঃ সুয়ামিয়া বাড়ী হতে ওহাব হাজীর বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি ড্রেইন নির্মাণ।	কৃষি ও সেচের উন্নয়ন			কৃষি ও সেচ	৭নং মোহাম্মদপুর	১ আগষ্ট,	৩০ জুন,	এলজিইডি	২,৪০,০০০/-	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
০৮নং ভোগনগর ইউনিয়ন পরিষদ												
৮৭	ভোগনগর ইউনিয়নের শ্রীমন্তপুর গ্রামের মোঃ মাইনুদ্দিনের বাড়ি হতে রহমান মাষ্টারের বাড়ির বশির আহম্মেদের ঘর পর্যন্ত সলিং করন।	ইউনিয়নের সকল জনগণের চলাচলে সুবিধা হবে।			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	৭নং মোহাম্মদপুর	১ আগষ্ট, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	এলজিইডি	২,০০,০০০/-	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
৮৮	ভোগনগর বাজার স-মিল হইতে বরকইট মৌলভী বাড়ি কানেটিং খোশবাস রাস্তা উন্নয়ন।	ইউনিয়নের সকল জনগণের চলাচলের সুবিধা হবে।			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	৭নং মোহাম্মদপুর	১ আগষ্ট, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	এলজিইডি	২,০০,০০০/-	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
৮৯	শ্রীমন্তপুর রহমান খলিফার বাড়ি হতে ছিদ্দিক মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করন।	ইউনিয়নের সকল জনগণের চলাচলের সুবিধা হবে।			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	৭নং মোহাম্মদপুর	১ আগষ্ট, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	এলজিইডি	৮,০০,০০০/-	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
৯০	শ্রীমন্তপুর সেলিমের দোকান হতে কুয়েতি মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করন।	ইউনিয়নের সকল জনগণের চলাচলের সুবিধা হবে।			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	৭নং মোহাম্মদপুর	১ আগষ্ট, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	এলজিইডি	৩,০০,০০০/-	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
৯১	বীরগঞ্জ উপজেলা হতে কাজী বাড়ি হতে মোস্তফার বাড়ির পাকা রাস্তা পর্যন্ত এইচবিবি করন।	ইউনিয়নের সকল জনগণের চলাচলের সুবিধা হবে।			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	৭নং মোহাম্মদপুর	১ আগষ্ট, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	এলজিইডি	২,০০,০০০/-	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
৯২	শ্রীমন্তপুর রহমান খলিফার বাড়ি হতে তৈয়ব ডিলারের বাড়ি পর্যন্ত এইচবিবি করন।	ইউনিয়নের সকল জনগণের চলাচলের সুবিধা হবে।			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	৭নং মোহাম্মদপুর	১ আগষ্ট, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	এলজিইডি	২,০০,০০০/-	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
৯৩	শ্রীমন্তপুর কাউছারের দোকান হতে পশ্চিম দিকে ব্রীজ পর্যন্ত রিটানিং ওয়াল নির্মাণ।	ইউনিয়নের সকল জনগণের চলাচলের সুবিধা হবে।			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	৭নং মোহাম্মদপুর	১ আগষ্ট, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	এলজিইডি	৩,৫০,০০০/-	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
০৯নং সাতোর ইউনিয়ন পরিষদ												
৯৪	হরিনা মজুমদার বাড়ী হতে গজারিয়া ঈদগাহ পর্যন্ত ৭০০ মিটার রাস্তা পাকা করন।	ইউনিয়নের সকল জনগণের চলাচলের সুবিধা হবে।			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	৯নং সাতোর	১ আগষ্ট, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	এলজিইডি	৫,০০,০০০/-	এডিপি	উপজেলা পরিষদ

পরিচিতি ট্যাগ	প্রকল্পের বিবরণ					অবস্থান	বাস্তবায়নের সময়সূচি			বিনিয়োগ		পরিবীক্ষণ
	শিরোনাম	বিবরণ	অভীষ্ট/ পরিমান	প্রত্যাশিত উপকারভোগী (নারী/পুরুষ/প্রতিবন্ধী)	খাত		আরম্ভের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	বাস্তবায়নকারি সংস্থা	প্রাক্কলিত বাজেট	তহবিলের উৎস	
৯৫	কালেমসার চরের বাড়ীর শহীদ মেজর শাহাজানের বাড়ী হইতে করতলা কবরস্থান পর্যন্ত রাস্তা পাকা করন।	ইউনিয়নের সকল জনগণের চলাচলের সুবিধা হবে।			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	৯নং সাতোর	১ আগষ্ট, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	এলজিইডি	১,৬০,০০০/-	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
৯৬	তিতপুর বাচ্চু মিয়ার বাড়ী হইতে রহিমের বাড়ী পযন্ত ইটের সলিং করন।	ইউনিয়নের সকল জনগণের চলাচলের সুবিধা হবে।			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	৯নং সাতোর	১ আগষ্ট, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	এলজিইডি	৪,৪০,০০০/-	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
৯৭	হরিণা মজুমদার বাড়ি কবরস্থান হইতে গজারিয়া ঈদগার মোড় পর্যন্ত ব্রিক সলিং।	ইউনিয়নের সকল জনগণের চলাচলের সুবিধা হবে।			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	৯নং সাতোর	১ আগষ্ট, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	এলজিইডি	৪,০০,০০০/-	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
৯৮	জিরুআইস মজিব মাষ্টারের বাড়ি হইতে জিরুআইশ সহিদের বাড়ি পর্যন্ত সিসি রাস্তা করন।	ইউনিয়নের সকল জনগণের চলাচলের সুবিধা হবে।			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	৯নং সাতোর	১ আগষ্ট, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	এলজিইডি	২,০০,০০০/-	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
৯৯	পানিপাড়া আজগারের বাড়ির পাশের রাস্তার রিটানিং ওয়াল নির্মাণ।	ইউনিয়নের সকল জনগণের চলাচলের সুবিধা হবে।			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	৯নং সাতোর	১ আগষ্ট, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	এলজিইডি	২,০০,০০০/-	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
১০০	মেহার পাকা রাস্তা হইতে মজিব মেম্বারের বাড়িতে যাওয়ার রাস্তা ব্রিক সলিং করন।	ইউনিয়নের সকল জনগণের চলাচলের সুবিধা হবে।			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	৯নং সাতোর	১ আগষ্ট, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	এলজিইডি	২,০০,০০০/-	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
১০১	আলীকা মোড়া ফজলু ভাইয়ের কবরস্থান হইতে আলীকা মোড়া কেজী স্কুলের যাওয়ার রাস্তা ব্রিক সলিং করন।	ইউনিয়নের সকল জনগণের চলাচলের সুবিধা হবে।			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	৯নং সাতোর	১ আগষ্ট, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	এলজিইডি	২,০০,০০০/-	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
১০২	আলীকা মোড়া দক্ষিন পাড়া হাসেম প্রধানের বাড়ির পাশের মসজিদের টয়লেট নিমাণ।	জনসাধারনের সুবিধা হবে			অবকাঠামো	৯নং সাতোর	১ আগষ্ট, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	এলজিইডি	২,০০,০০০/-	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
১০৩	রসুলপুর মধ্য পাড়া জামে মসজিদের পুশ কুনির পাড়ে রিটানিং ওয়াল।	জনসাধারনের সুবিধা হবে			যোগাযোগ ও অবকাঠামো	৯নং সাতোর	১ আগষ্ট,	৩০ জুন,	এলজিইডি	২,০০,০০০/-	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
১০৪	কোভিড-১৯ মোকাবেলার লক্ষ্যে চান্দিনা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে-এ ১৫ শয্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় অক্সিজেন সরবরাহ লাইন নির্মাণ।	পরিবার পরিকল্পনা ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।			স্বাস্থ্য	বীরগঞ্জ উপজেলা	১ আগষ্ট, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা	১২,৬৫২৭৬/-	ইউজিডিপি	উপজেলা পরিষদ

পরিচিতি ট্যাগ	প্রকল্পের বিবরণ					অবস্থান	বাস্তবায়নের সময়সূচি			বিনিয়োগ		পরিবীক্ষণ
	শিরোনাম	বিবরণ	অভীষ্ট/ পরিমান	প্রত্যাশিত উপকারভোগী (নারী/পুরুষ/প্রতি বন্ধী)	খাত		আরম্ভের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	বাস্তবায়নকারি সংস্থা	প্রাক্কলিত বাজেট	তহবিলের উৎস	
১০৫	বীরগঞ্জ উপজেলার প্রাইজখার ইউনিয়নের শ্রীপুর বাজার এবং ভাতাঘাসি ইউনিয়নের দড়িচর বাজারে পাবলিক টয়লেট নির্মাণ।	এলাকার সকল জনগণের সুবিধা হবে।			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	বীরগঞ্জ উপজেলা	১ আগস্ট, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	এলজিইডি	১৭,৪৩১৯০/-	ইউজিডিপি	উপজেলা পরিষদ
১০৬	বীরগঞ্জ উপজেলার চান্দেরচর ইউনিয়নের রামনগর কমিউনিটি ক্লিনিক এবং মাধাইয়াইউনিয়ন পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র মেরামত	এলাকার সকল জনগণের চিকিৎসা সেবার সুবিধা হবে।			যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	বীরগঞ্জ উপজেলা	১ আগস্ট, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	এলজিইডি	১৯,৯১০৪৭/-	ইউজিডিপি	উপজেলা পরিষদ
১০৭	বিশ্বব্যাপি ছড়িয়ে পড়া মহামারী কোভিড-১৯ সম্পর্কে সচেতনতা, আক্রান্ত রোগীর পরিচর্যা, প্রসূতিদের প্রজনন স্বাস্থ্য ও ব্যক্তিগত পরিচর্যা বিষয়ে উপজেলা পর্যায়ের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মী,বিভিন্ন পেশাজীবী এবং সাংবাদিকদের সচেতনতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ।	বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে সকলে সচেতন হবে।			স্বাস্থ্য	বীরগঞ্জ উপজেলা	১ আগস্ট, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা	১২৭,৪০০	ইউজিডিপি	উপজেলা পরিষদ
১০৮	শিক্ষিত বেকার যুবক ও ভূমি অফিসের কর্মচারীদের ভূমি জরিপ, ই- নামজারী, অনলাইনে ভূমিকর আদায় ও ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ।	ভূমি অফিসের সেবা বৃদ্ধি পাবে।			মানব সম্পদ বৃদ্ধি	বীরগঞ্জ উপজেলা	১ আগস্ট, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	১২১,৪২০	ইউজিডিপি	উপজেলা পরিষদ
১০৯	বাল্যবিবাহ ও বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন,২০১৭, মাদক প্রতিরোধে মাদক নিয়ন্ত্রণ আইন,২০১৮ এবং জুয়া নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ	সচেতনতা সৃষ্টির ফলে বাল্যবিবাহ কমে আসবে।			মহিলা ও শিশু	বীরগঞ্জ উপজেলা	১ আগস্ট, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	১১৮,৬০০	ইউজিডিপি	উপজেলা পরিষদ
১১০	বীরগঞ্জ উপজেলার সয়াবিন তেলের ব্যবহার নিরূৎসাহিতকরণ এবং সরিষা,তিল,চীনাবাদাম উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক কৃষক প্রশিক্ষণ।	অংশগ্রহণকারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং বেকারত্ব হ্রাস পাবে।			মানব সম্পদ বৃদ্ধি	বীরগঞ্জ উপজেলা	১ আগস্ট, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	১৩১,৩৯০	ইউজিডিপি	উপজেলা পরিষদ
১১১	গ্রামীণ সমবায় সদস্যদের অপ্রধান শস্য (মশলা জাতীয় শস্য) উৎপাদন ও সংরক্ষণ কাজে দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ।	অংশগ্রহণকারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং বেকারত্ব হ্রাস পাবে।			কৃষি	বীরগঞ্জ উপজেলা	১ আগস্ট, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	১২১,৯২০	ইউজিডিপি	উপজেলা পরিষদ
১১২	করোনাকালীন সময়ে শিক্ষত বেকার যুবদের উন্নত জাতের গবাদি পশু-পাখি	অংশগ্রহণকারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে			প্রাণি সম্পদ	বীরগঞ্জ উপজেলা	১ আগস্ট,	৩০ জুন,	উপজেলা প্রাণি সম্পদ	১৬৩,৪০০	ইউজিডিপি	উপজেলা পরিষদ

পরিচিতি ট্যাগ	প্রকল্পের বিবরণ					অবস্থান	বাস্তবায়নের সময়সূচি			বিনিয়োগ		পরিবীক্ষণ
	শিরোনাম	বিবরণ	অভীষ্ট/ পরিমান	প্রত্যাশিত উপকারভোগী (নারী/পুরুষ/প্রতি বন্ধী)	খাত		আরম্ভের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	বাস্তবায়নকারি সংস্থা	প্রাক্কলিত বাজেট	তহবিলের উৎস	
	পালন, রোগ দমন, খাদ্য ব্যাবস্থাপনা ও উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ।	এবং বেকারত্ব হ্রাস পাবে।							কর্মকর্তা			
১১৩	বীরগঞ্জ উপজেলার শিক্ষিত বেকার যুবদের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে আউটসোর্সিং ও সাইবার অপরাধ বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ	অংশগ্রহণকারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং বেকারত্ব হ্রাস পাবে।			তথ্য প্রযুক্তি	বীরগঞ্জ উপজেলা	১ জুলাই, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	উপজেলা তথ্য প্রযুক্তি কর্মকর্তা	১০৮,৫৭০	ইউজিডিপি	উপজেলা পরিষদ
১১৪	প্যাথলজি কক্ষে (বায়োকেমিস্ট্রি এনালাইজার, হেমাটলজি এনালাইজার আল্ট্রা ও এক্সরে মেশিন) এসি সরবরাহ।	মেশিনগুলো সুরক্ষিত থাকবে।			স্বাস্থ্য	বীরগঞ্জ উপজেলা	১ জুলাই, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	এলজিইডি	১,০০০,০০০.০০	ইউজিডিপি	উপজেলা পরিষদ
১১৫	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নারী শিক্ষকদের অংশগ্রহণে কৈশোর কালীন পরিবর্তন, প্রজনন স্বাস্থ্য,ব্যাক্তিগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ।	যুবতি মেয়েদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।			স্বাস্থ্য	বীরগঞ্জ উপজেলা	১ জুলাই, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	১৪৫,৪০০	ইউজিডিপি	উপজেলা পরিষদ
১১৬	উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষিত নারী উদ্যোক্তাদের উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার বিষয়ক প্রশিক্ষণ।	উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষিত নারী উদ্যোক্তা তৈরি হবে।			নারী ও শিশু	বীরগঞ্জ উপজেলা	১ জুলাই, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	১২৫,৬০০	ইউজিডিপি	উপজেলা পরিষদ
১১৭	করোনা মহামারী/দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ভলান্টিয়ার এবং স্কাউটদলের সদস্যদের সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ।	মহামারী করোনা ও অন্যান্য দূর্যোগ মোকাবেলায় সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।			মানব সম্পদ তৈরি	বীরগঞ্জ উপজেলা	১ জুলাই, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	উপজেলা প্রকল্প বাস্তয়ান কর্মকর্তা	১৪৪,৯০০	ইউজিডিপি	উপজেলা পরিষদ
১১৮	বীরগঞ্জ উপজেলার শিক্ষিত বেকার যুবদের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে আউটসোর্সিং ও সাইবার অপরাধ বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ ।	উপজেলার শিক্ষিত বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।			তথ্য প্রযুক্তি	বীরগঞ্জ উপজেলা	১ জুলাই, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	১৪৪,১০০	ইউজিডিপি	উপজেলা পরিষদ
১১৯	বীরগঞ্জ উপজেলার বিস্তৃর্ণ জলাভুমিতে সমবায়ী বিধবা, স্বামী পরিত্যাক্তা ও প্রতিবন্ধী সদস্যদের বাণিজ্যিক হাঁসের খামার স্থাপন বিষয়ক প্রশিক্ষণ।	আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং দারিদ্রতা দূর হবে।			কৃষি	বীরগঞ্জ উপজেলা	১ জুলাই, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	১৪৫,৮০০	ইউজিডিপি	উপজেলা পরিষদ
১২০	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের			তথ্য প্রযুক্তি	বীরগঞ্জ	১	৩	উপজেলা	১৪৫,৪০০	ইউজিডিপি	উপজেলা

পরিচিতি ট্যাগ	প্রকল্পের বিবরণ					অবস্থান	বাস্তবায়নের সময়সূচি			বিনিয়োগ		পরিবীক্ষণ
	শিরোনাম	বিবরণ	অভীষ্ট/ পরিমান	প্রত্যাশিত উপকারভোগী (নারী/পুরুষ/প্রতি বন্ধী)	খাত		আরম্ভের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	বাস্তবায়নকারি সংস্থা	প্রাক্কলিত বাজেট	তহবিলের উৎস	
	অংশগ্রহণে তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ।	শিক্ষকদের তথ্য প্রযুক্তি জ্ঞান লাভ।				উপজেলা			মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা			পরিষদ
১২১	করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত বেকার যুবকদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ ।	বেকার যুবকদের ড্রাইভিং প্রশিক্ষনের ফলে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।			যুব উন্নয়ন	বীরগঞ্জ উপজেলা	১ আগষ্ট, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	১৪৮,৮০০	ইউজিডিপি	উপজেলা পরিষদ

সপ্তম অধ্যায়
২০২৫-২৬ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট

ফরম ক
(বিধি-৩ দ্রষ্টব্য)
বাজেট সার-সংক্ষেপ

বিবরন		পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত (২০২৩-২৪)	চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট (২০২৪-২৫)	পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০২৫-২৬)
অংশ-১	**রাজস্ব হিসাব** **প্রাপ্তি** রাজস্ব অনুদান	১৬৯০৪৬৯৩	২০২১২৮৭১	১৭৫৫৫০০০
	মোট প্রাপ্তি	১৬৯০৪৬৯৩	২০২১২৮৭১	১৭৫৫৫০০০
	বাদ রাজস্ব ব্যয়	৫৭৮৭০৫৬	৭৩৬০২১৮	৮৪২৯০০০
	রাজস্ব উদ্বৃত্ত/ঘাটতি (ক)	**১১১১৭৬৩৭**	**১২৮৫২৬৫৩**	**৯১২৬০০০**
অংশ-২	**উন্নয়ন হিসাব** উন্নয়ন অনুদান	১১৪১৬০০০	২০৯৬৮০০০	১৫০০০০০০
	রাজস্ব তহবিল হতে উন্নয়ন তহবিলে স্থানান্তরিত অর্থ	১৩৪২১৯০১	১১১০০০০০	১৫০০০০০০
	অন্যান্য অনুদান ও চাঁদা	৩৫০০০০০	-	৫০০০০০০
	মোট (খ)	**২৮৩৩৭৯০১**	**৩২০৬৮০০০**	**৩৫০০০০০০**
	মোট প্রাপ্তি সম্পদ (ক+খ)	**৩৯৪৫৫৫৩৮**	**৪৪৯২০৬৫৩**	**৪৪১২৬০০০**
	বাদ উন্নয়ন ব্যয়	২৮৩৩৭৯০১	**৩২০৬৮০০০**	**৩৫০০০০০০**
	সার্বিক বাজেট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি	১১১১৭৬৩৭	১২৮৫২৬৫৩	৯১২৬০০০

অষ্টম অধ্যায়
মনিটরিং ও মূল্যায়ন

৮.১ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশলের উদ্দেশ্য

উপজেলার উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ পূর্ণাঙ্গ করার জন্য তাদের একটি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল থাকবে, যার মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ নিয়মিত ও পদ্ধতিগতভাবে প্রকল্প/ স্কিমের বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং নির্ধারিত উদ্দেশ্য (objectives) ও কর্মদক্ষতার সূচকের (performance indicators) ভিত্তিতে তাদের কর্মসম্পাদন দক্ষতা নিরূপন করতে সক্ষম হবে। অতএব উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ থাকা প্রয়োজন, যা বৃহত্তর পরিসরে সরকারের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতিতে ভূমিকা রাখবে। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল উপজেলা পরিষদ ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগিদের নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ জানতে সাহায্য করে:

(১) পরিকল্পনা অনুসারে পরিকল্পিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে কিনা

(২) সম্পদ সমূহ (তহবিল, উপকরণ বা মানব সম্পদ) ইত্যাদি যে কাজের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল সেই কাজের জন্য সঞ্চালন করা হয়েছে কিনা

(৩) সম্পদ সমূহ (তহবিল, উপকরণ বা মানব সম্পদ) ইত্যাদি যে কাজের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল সেই কাজের বাইরে অন্য কাজের জন্য সঞ্চালন করা হচ্ছে কিনা

(৪) বাস্তবায়িত কাজের ফলাফল (outputs) পরিকল্পনা অনুসারে হয়েছে

(৫) নির্ধারিত উদ্দেশ্য অনুসাওে কাজের ফলাফল অর্জিত হয়েছে কিনা এবং নির্ধারিত উদ্দেশ্য সমূহ এখনো প্রাসঙ্গিক আছে কিনা

(৬) পরিকল্পনা তার লক্ষ্য অর্জন করেছে কিনা, যেমন; উপজেলার অভিষ্ট জনগোষ্টির জীবনযাপনে প্রত্যাশিত পরিবর্তন এনেছে।

বিভিন্ন পর্যায়ে অন্যান্য পরিচালন ও প্রশাসনিক উদ্দেশ্য সম্পাদন এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও উন্নয়ন সহযোগিদের জন্যেও পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল প্রয়োজন।

পাশাপাশি বার্ষিক পরিকল্পনারও একটি পরিবীক্ষণ পদ্ধতি থাকবে যা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নকে সহযোগিতা করবে। সেই কারণে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্টের আলোকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৮.২ বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশলের মানদন্ড ও নীতি

বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশলনিম্নলিখিত মানদন্ড ও নীতির ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছেঃ

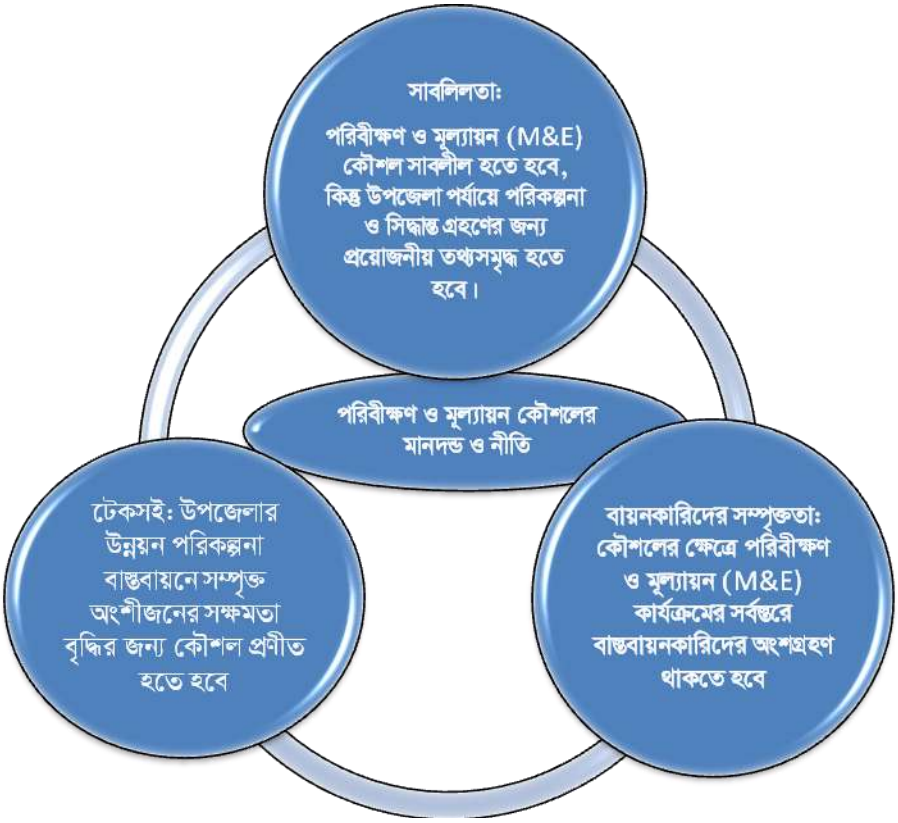

এই মানদন্ড ও নীতি পরস্পর সম্পর্কিত এবং উপজেলার উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ভূমিকা রাখে।

৮.৩ বার্ষিক পরিকল্পনা পরিবীক্ষণের ফরম্যাট

বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল অনুসারে উপজেলা পরিষদ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনের জন্য (সারণী ১) এবং বার্ষিক সমন্বিত প্রতিবেদনের জন্য (সারণী ২) নিম্নের সুপারিশকৃত পরিবীক্ষণ ফরম্যাট ব্যবহার করবে।

সারণী ১: ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন (. . . . . . অর্থ বছরের . . . . ত্রৈমাসিক)

প্রতিটি খাতের প্রকল্প/ স্কিম	ফলাফলসূচক (output Indicator)	অভিষ্ট লক্ষ্য (Target)	এই তারিখ পর্যন্ত সম্পাদন	এই তারিখ পর্যন্ত উপকারভোগী	এই তারিখ পর্যন্ত আওতাভূক্ত এলাকা	প্রাক্কলিত বাজেট	এই তারিখ পর্যন্ত প্রকৃত অর্থ ছাড় / ব্যায়
১.সামাজিক খাত							
২.অর্থনৈতিক খাত							
৩.অবকাঠামো							
৪.পরিবেশ							

সারণী ২: বার্ষিক অগ্রগতি / সম্পাদন প্রতিবেদন (. . . . . .অর্থ বছর)

খাত ভিত্তিক প্রকল্প/ স্কিম	ফলাফলসূচক(Outputs Indicators)	অভিষ্ট লক্ষ্য (Targets)	সম্পাদন (Accomplishment)	উপকারভোগী খাত (Beneficiary Sector)	আওতাভূক্ত এলাকা	প্রাক্কলিত বাজেট	প্রকৃত বরাদ্দ
১.সামাজিক খাত							
২.অর্থনৈতিক খাত							
৩.অবকাঠামো							
৪.পরিবেশ							

৮.৪ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো:

বার্ষিক পরিকল্পনা মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত সূচকের ভিত্তিতে এবং যে পরিকল্পনা অনুসারে বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে তার প্রেক্ষিতে পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা ও প্রত্যাশিত ফলাফলের অগ্রগতি ও অর্জন নির্ধারণের জন্য নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষন করবে। উপজেলা পরিষদ সাধারণভাবে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে এটা সম্পাদন করবে। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালন, সম্পদ ব্যবহার ও এর ফলাফল পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করবেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি কমিটি উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান ও অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত করবেতও সভায় ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পর্যালোচনা করতে উপজেলা পরিষদকে সহযোগিতা করবে।

উপজেলা পরিষদ এর সভায় অর্থ বছরের শেষে উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে প্রকল্প/ স্কিম বাস্তবায়িত হয়েছে কি না বা শুরুতে নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কতোটা অর্জিত হয়েছে তা নির্ধারণের জন্য এবং যে উদ্দেশ্যে সম্পদ বরাদ্দ করা হয়েছিল সেই অনুসারে ব্যবহৃত হয়েছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য সমন্বিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করবে। পূর্বের মতোই উপজেলা কমিটির সহযোগিতায় প্রস্তুত তথ্য ও উপকরণের ভিত্তিতে ইউএনও অর্থ বছরের শেষে প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে এবং চুড়ান্ত মূল্যায়নের জন্য উপজেলা পরিষদের সভায় পেশ করবে।

প্রতিবেদন ও যোগাযোগ কৌশল:

বার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্প/ স্কিমের অগ্রগতি সম্পর্কে উপজেলা পরিষদ ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক সমন্বিত প্রতিবেদন জেলায় ও এলজিডিতে প্রেরণ করবে। উপজেলা পরিষদ একইভাবে উপজেলা পরিষদের তথ্য প্রকাশের দায়িত্ব হিসেবে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক সমন্বিত প্রতিবেদন ইউনিয়ন পরিষদসমূহ ও পৌরসভায় প্রেরণ করবে।